পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 348 Monday, 23 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪৮ সংখ্যা ✱ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, সোমবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মমতা সরকারকে নিশানা করে উন্নয়নে ৩ কোটি বরাদ্দ শুভেন্দুর

‘মদের দোকান ছাড়া নবদ্বীপ কিছুই পায়নি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২২ নভেম্বরঃ নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে শহরটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকেছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পরিকাঠামো থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও গবেষণামূলক ক্ষেত্রে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনই অভিযোগ তুলে এবার চৈতন্যভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গবেষণাকেন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে ২ কোটি টাকা এবং গোশালার সম্প্রসারণে ১ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ঘাট সংস্কার, আধুনিক লঞ্চ পরিষেবা, সেতু নির্মাণ এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।রবিবার রাস উসবের উদ্বোধন উপলক্ষে নবদ্বীপে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন তিনি। পাশাপাশি নবদ্বীপ মুক্তি সূর্য ক্লাবের ভারত মাতা পুজোরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নবদ্বীপের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন নিয়ে তৈরি হওয়া একটি অসমাপ্ত গবেষণাকেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ করতে ২ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অন্যদিকে, নবদ্বীপের গোশালার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে আরও ১ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ডিসেম্বরের মধ্যেই এই ঘোষণাগুলি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তবে শুধু ধর্মীয় ও গবেষণামূলক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে না সরকারের পরিকল্পনা। নবদ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিশেষ জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শহরের একটি ভেঙে যাওয়া ঘাট দ্রুত সংস্কার করা হবে। সেচ দপ্তরের মাধ্যমে ঘাটটিকে নতুন করে তৈরি ও সৌঃদর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি সেখানে আধুনিক ও সুসজ্জিত লঞ্চ পরিষেবা চালুর কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ডিপিআর এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে। সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য লঞ্চ পরিষেবা চালু থাকবে। আগামী দু’মাসের মধ্যে ঘাট সংস্কার এবং লঞ্চ পরিষেবা চালুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফের নবদ্বীপে এসে এই পরিষেবার উদ্বোধন করার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছেন তিনি।এদিন নবদ্বীপের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রস্তাব, শহরে গুরুকুল এবং সংস্কৃত টোল চালুর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিবিজড়িত এই শহরের ঐতিহ্য ও প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।এদিকে, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে নবদ্বীপের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, গত সরকার একটি দেশি মদের দোকান ও আটটি বিদেশি মদের দোকান ছাড়া আর কিছু করেনি। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সরকারি স্তরে দৃষ্টিপাত হয়নি। ভাঙা ঘাটের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগে একটি ঘাট তৈরি করা হলেও বর্তমানে সেটি কার্যত ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই স্থায়ী সেতু তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক লঞ্চ চালানোর ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে রাস উৎসবের মঞ্চ থেকে নবদ্বীপের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গবেষণাকেন্দ্র, গোশালা, ঘাট, লঞ্চ পরিষেবা থেকে শুরু করে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন-সব ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যোগের আশ্বাস মিলেছে। এবার নজর, ঘোষণাগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়। তবে বিরোধিরা নিন্দা করবেই। তবে এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফে কোনও কিছুই বলা হয় নি।



ব্রাত্যর দলবদলের জল্পনার মধ্যেই নতুন দাবি সুকান্তর



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই কি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন ব্রাত্য বসু? এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিজেপির একাধিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী। সুকান্তর এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে, তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্বের ইঙ্গিত দিয়ে ব্রাত্যর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর এই দাবি রাজনৈতিক মহলে বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ব্রাত্য বসু। হয় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। আর না হলে পুরা ডাল হি কালা হ্যায়। যদিও কোন কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে ব্রাত্য যোগাযোগ করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। তাঁর এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণও প্রকাশ্যে আনেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সুকান্তর এই মন্তব্যের পর ব্রাত্য বসুর প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হয়। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফলে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ নিয়ে ব্রাত্যর বক্তব্য এখনও জানা যায়নি। একসময় রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন ব্রাত্য বসু। বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিত্বও সামলেছেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিপর্যয়ের পর থেকে তাঁকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তেমন সক্রিয় দেখা যায়নি। দীর্ঘ সময় প্রকাশ্যে না আসার পর শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ব্রাত্য। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে মুখ খোলেন। ব্রাত্যর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অভিযোগকারী মহিলাকে তিনি চেনেন না বলেও দাবি করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে আইনি পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দেন তিনি। একই সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনতে নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানান। তবে শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্যর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও একাধিক মন্তব্য সামনে আসে। তিনি জানান, এই মুহূর্তে তিনি আর তৃণমূলে নেই। তাঁর বক্তব্য, দলটিই আর আগের অবস্থায় নেই। একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ব্রাত্য দাবি করেন, নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের পর তাঁদের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ হয়নি। তবে মমতা-অভিষেকের বিরোধী শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয় বলে জানান তিনি।শনিবার ব্রাত্যর এই মন্তব্যের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। যদিও তিনি সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেননি।

ইজরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চান রাহুলও!

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ আমেরিকা সফরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে মত দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ওই বক্তব্যের বিরোধিতায় মুখ খুলল ইন্ডিয়া জোটের একাংশ। বলা বাহুল্যের কংগ্রেস নেতার মন্তব্য পছন্দ হয়নি মূলত বামপন্থী দলগুলির। গত ১৮ নভেম্বর, বুধবার মার্কিন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট পাপের সঙ্গে কথোপকথনে রাহুল বলেন, ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। আমরা তাদের কাছ থেকে উন্নতমানের অস্ত্র কিনি। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এবং ভারতীয় সেনার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখাকে সমর্থন করেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের স্বার্থ। দেশের পক্ষে যা ভালো সেটাই অনুসরণ করা দরকার। সে ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সঙ্গে সুসম্পর্কের পক্ষে আমি। যদিও এইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা বলেন, এর অর্থ এই নয় যে গাজায় যা হয়েছে তা নিয়ে আমি নীরব থাকব।

অভিষেকের থেকে তথ্য চাইল কালীঘাট থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ জন্মদিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কালীঘাট থানায় অভিযোগ জানান অভিষেক। এবার অভিষেকের থেকে তথ্য তলব করল কালীঘাট থানা। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ১০ দিন কাজে ব্যস্ত। তারপর জবাব দেবেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের রাতে তাঁর বাড়ির সামনে ব্যানার-কাটআউট ছঁড়ো ও সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। সাংসদ দাবি করেন, তাঁর উপর হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই ঘটনার পর কালীঘাট থানায় মোট চারটি এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশকে চড় মারার অভিযোগে স্বতপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়। সেই ঘটনায় একবালপুরের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নিয়ে ঘটনার পুনর্গঠন করে পুলিশ। এছাড়াও বিজেপির তরফে মামলা দায়ের করা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙচুর ও সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন। সেই মামলায় তাঁর থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে পুলিশ। কে কে আহত হয়েছেন? হামলায় কী কী ক্ষতি হয়েছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা।

বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে হিন্দুদের, পথে নামতে হবে’ঃ শমীক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ভাষার ভিত্তিতে নয়, ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ হয়েছিল। তার পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের বারবার আক্রান্ত হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীকের আহ্বান, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে এ বার পথে নামতে হবে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে আমাদের ভাইদের। বাঙালি হিন্দু হয়ে বলছি, আমাদের রাস্তায় নামতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেশভাগের প্রসঙ্গও টেনে আনেন বিজেপি সভাপতি। দেশভাগের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করেন তিনি। শমীকের বক্তব্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো বিভাজন হতে দিতেন না। তাঁর এই মন্তব্যে দেশভাগের ইতিহাস এবং তার রাজনৈতিক দায় নিয়ে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক সংঘাত, ক্ষমতার পালাবদল এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।

রাহুলের তোপ, ‘আপস করা প্রধানমন্ত্রী’ কটাক্ষে চড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে ভারতের অবস্থান নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকে ভারতের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য ছিল, আপস করা প্রধানমন্ত্রী’ কখনও ওই বৈঠকের টেবিলে জায়গা পাবেন না। রাহুলের এই কটাক্ষের জবাবে এ বার ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে কংগ্রেসের উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্য, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চিনের কাছে ভারতের পরাজয় এবং দেশের কিছু এলাকা চিনের দখলে চলে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস কি ক্ষমা চাইবে? একই সঙ্গে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের আমলে ভারত কেন একটি দরিদ্র দেশ’ হিসেবে থেকে গিয়েছিল, সেই প্রশ্নও তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাহুলের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে অতীতের কংগ্রেস সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থাকেও নিশানা করেন তিনি।রিজিজুর এই আক্রমণের সূত্রপাত রাহুল গান্ধীর একটি সমাজমাধ্যম পোস্টকে ঘিরে। চিনের শেনজেন শহরে ট্রাম্প, পুতিন ও শি জিনপিংয়ের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। ছবিটি সামনে রেখে তাঁর প্রশ্ন ছিল, এত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের কোনও প্রতিনিধিত্ব দেখা গেল না কেন? কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ওই টেবিলে উপস্থিত থাকতেন বলে দাবি করেন তিনি। এরপরই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে রাহুল লেখেন, একজন আপস করা প্রধানমন্ত্রী’ কখনও এমন বৈঠকের টেবিলে বসতে পারেন না।রাহুলের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, দেশের ভিতরে কিংবা বিদেশে-কোনও জায়গাতেই ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা উচিত নয়। রাহুলের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তিনি নাকি ভারত-বিরোধী বিদেশি শক্তির সঙ্গে আঁতাত’ করছেন। পাশাপাশি ভারতের গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মিথ্যে তথ্য’ ছড়ানোর অভিযোগও তোলেন রিজিজু। রিজিজু সেই আক্রমণ আরও জোরদার করেন। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি দাবি করেন। তাঁর প্রশ্ন, চিনের হাতে ভারতীয় ভূখণ্ডের কিছু অংশ চলে যাওয়ার ঘটনার দায় নিয়ে কংগ্রেস কি দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবে?

ডিমে তা দেওয়ার আগে মুরগি গুনি না’, কল্যাণকে তীব্র কটাক্ষ অধীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ আগামী লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনেই তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোট বঁধে লড়বে বলে দাবি করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত সময়ের অর্থাৎ ২০২৯ সালের আগেই দেশে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে বলেও ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন তিনি। তবে কল্যাণের এই জোটবার্তা এবং আগাম নির্বাচনের তত্ত্বকে আমল দিতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বরং প্রবাদবাক্য আউড়ে তৃণমূল সাংসদকে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ। এদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী লোকসভা ভোট ২০২৯ সালের আগেই হবে। মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি আসনই আমরা ইন্ডিয়া জোট দখল করব। উল্লেখ্য, রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে কোনও মূল্যে অধীর চৌধুরীর শক্ত ঘাঁটি বহরমপুর ছিনিয়ে নেওয়া। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করে অধীর-গড়ে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় ঘাসফুল শিবির। সেই জয়ের রেশ টেনেই এদিন অধীর চৌধুরীকে কার্যত গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন কল্যাণ। জোট প্রসঙ্গে অধীরের মতামত নিয়ে প্রশ্ন



করা হলে শ্রীরামপুরের সাংসদ তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, অধীর চৌধুরী কে? আমরা জোট করব ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকেই আমরা লড়বড় জোট নিয়ে তো স্থানীয় স্তরে কোনও কথা হবে না, আলোচনা হবে দিল্লিতে। সেখানেই কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসের জোট চূড়ান্ত হবে। কল্যাণের এই মন্তব্যের খবর পৌঁছাতেই পাল্টা আক্রমণে নামেন অধীর চৌধুরী। তৃণমূল বা কল্যাণের নাম সরাসরি উচ্চারণ না করেই তিনি বলেন, আমি এসব জানি না। ডিমে তা দেওয়ার আগেই যদি কেউ মুরগি গুনতে বসেন, তবে খুব মুশকিল। কোন ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে, কোন মুরগি বাঁচবে আর কোন বাচ্চা বাঁচবে না, আগে সেটা দেখতে হবে। কেউ কেউ ডিমে তা দেওয়ার আগেই মুরগি গুনতে শুরু করে দেন। আমি অন্তত সেই দলে পড়ি না। নিজের দলের সাংগঠনিক শক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে অধীর আরও যোগ করেন, আমি কংগ্রেস দলটা করি। যে দলের নিজস্ব প্রতীক আছে, শীর্ষ নেতানেত্রী আছেন, সব আছে। আমাদের কারও দয়ার ওপর নির্ভর করে চলতে হয় না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য রাজনীতিতে সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি এবং পরবর্তীকালে দলে ভাঙনের পর থেকেই জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতিতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে নিজে যেচে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানানো থেকে শুরু করে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে মমতার সক্রিয় উপস্থিতি সেই সমীকরণেরই ইঙ্গিত দেয়। এমনকী, তৃণমূলের দু ঃ সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও। অন্যদিকে, তৃণমূলে

● এরপর ৬ পাতায়...

ঋতব্রতর শিবিরেও ভাঙনের আশঙ্কা? ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আথাওয়ালের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়েছিল ভাঙনের ঝড়। একের পর এক সাংসদ ও বিধায়ক দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির থেকে বেরিয়ে আসা ৬৫ জন বিধায়ক পরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গড়েন। আত্মপ্রকাশ করে গণতান্ত্রিক তৃণমূল’। কিন্তু এবার সেই শিবিরেও কি ভাঙনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে? কলকাতায় এসে এমনই জল্পনা উসকে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আরপিআই)-র প্রধান রামদাস আথাওয়ালে। তাঁর দাবি, ঋতব্রতর শিবিরের একাধিক বিধায়ক ও সাংসদ তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এমনকী, কয়েকজন ইতিমধ্যেই আরপিআইয়ে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।বর্তমানে এনডিএ-র শরিক দল আরপিআইয়ের প্রধান রামদাস আথাওয়ালে কলকাতায় রয়েছেন। সেখানেই বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তৃণমূলের বিদ্রোহী জনপ্রতিনিধিদের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। আথাওয়ালের দাবি, একাধিক বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। শুধু বিধায়ক নয়, কয়েকজন সাংসদও তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।তাঁর এই মন্তব্যের পরেই নতুন করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক তৃণমূলেও এবার ভাঙন ধরতে চলেছে? যদিও কারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের নাম কিংবা যোগদানের সম্ভাব্য সময় নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি আথাওয়ালে। ফলে আপাতত তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তন ঘটে। একাধিক সাংসদ দল ছেড়ে এনসিপিআইতে যোগ দেন বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিধায়কদের একাংশও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ৬৫ জন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আলাদা রাজনৈতিক শিবির তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে সেই শিবিরের নাম হয় গণতান্ত্রিক তৃণমূল।

● এরপর ৬ পাতায়...

ভারতীয় সেনার ড্রোন বাহিনীতে সিঁধ কেটেছে চিন!

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ সেনার ড্রোন কেনার টেন্ডারে চিনা যন্ত্রাংশের উল্লেখ! ৬৮৯টি দরপত্র ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগআত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উপাদনে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। সেই আবহেই দেশের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত ড্রোন কেনার সরকারি টেন্ডারে চিনা সংস্থা ও যন্ত্রাংশের উল্লেখ ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ড্রোন নির্মাণ সংস্থাগুলির সংগঠন ড্রোন ফেডারেশন ইন্ডিয়া’-র দাবি, ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস পোর্টালে মোট ৬৮৯টি টেন্ডারে সরাসরি চিনা ড্রোন কিংবা চিনা যন্ত্রাংশের নাম পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ৫৮০টি টেন্ডার ভারতীয় সেনার বিভিন্ন ইউনিটের বলে দাবি সংগঠনটির।ডিএফআইয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মোট টেন্ডারের প্রায় ৮৪ শতাংশই সেনার বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে সম্পর্কিত। আরও উদ্বেগের বিষয়, ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৩৫৫টি টেন্ডারে চিনা ড্রোন বা যন্ত্রাংশের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ১৯০ শতাংশ বেশি। এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পর প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা যাচাই এবং দেশীয় উপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন এস সুব্রহ্মণ্যমকে চিঠি দিয়েছে ডিএফআই। সংগঠনের সভাপতি স্মিত শাহের বক্তব্য, সেনার বিভিন্ন ইউনিটের টেন্ডারে নির্দিষ্ট চিনা যন্ত্রাংশের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ডারগুলি ছোট এবং প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য। তবে তাঁর মতে, অর্ডারের আকার ছোট হলেও নিরাপত্তার ঝুঁকিকে উপেক্ষা করা যায় না।ডিএফআইয়ের নজরে আসা টেন্ডারগুলিতে মোট ১৬টি চিনা সংস্থার নাম উঠে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিজেআই, রেডিওমাস্টার, স্পিডিবি, টি-মোটর, ইম্যাক্স এবং রানক্যাম।

● এরপর ৬ পাতায়...

হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার

ইটানগরে 'সহকারিতা সমারোহ'-এ যোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর



ইটানগর, ২২ নভেম্বর ঃ অরুণাচল প্রদেশের সমবায় ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে রবিবার ইটানগরে আয়োজিত ' সহকারিতা সমারোহ'-এ অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। অরুণাচল প্রদেশ সমবায় দফতর উদ্যোগে দোরজি খান্ডু কনভেনশন হলে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এর পাশাপাশি, তিনি অনুষ্ঠানস্থলে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টলগুলিও ঘুরে দেখেন। এই স্টলগুলিতে সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতি এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য ও তাঁদের নানাবিধ অভিনব উদ্যোগ তুলে ধরা হয়েছিল। অমিত শাহ স্থানীয় উদ্যোক্তা ও সমবায় সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের কাজের প্রশংসা করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ৪টি বসতবাড়ি

রামবান, ২২ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলার গানোত এলাকার থাথা গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল চারটি বসতবাড়ি। রবিবার ভোররাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। তবে দমকল বাহিনী, প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় ব।স। ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন রামবানের জেলাশাসক মহম্মদ ইলিয়াস খান। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, রবিবার ভোররাতে আমরা গানোত এলাকায় আগুন লাগার খবর পাই। সঙ্গে সঙ্গে রামবান থেকে দমকল বাহিনী, কুইক রেসপন্স টিম, পুলিশ এবং অসামরিক প্রশাসনের দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। সৌভাগ্যবশত কোনো প্রাণহানি ঘটেনি, তবে চারটি বা।ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আশেপাশের বা।ড়িগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়া আটকাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। রেড ক্রসের মাধ্যমে ত্রাণসামগ্রী-সহ পরিবারগুলিকে সবরকম সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এসডিআরএফ-এর নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা ক্ষতিপূরণও পাবেন।ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং রাজু। তিনি বলেন, ভোররাতে আগুন লেগে চারটি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায় কোনো মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি এবং কোনো গবাদি পশুরও ক্ষতি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তরা এসডিআরএফ তহবিল থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পাবেন। রেড ক্রসের তরফেও নগদ ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, যাঁদের বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেক পরিবারকে আমি আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১ লক্ষ টাকা করে দিচ্ছি। সব মিলিয়ে পরিবার পিছু প্রায় ৩ থেকে ৩.৫ লক্ষ টাকা সহায়তা পৌঁছবে।মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও সাহায্যের আশা প্রকাশ করে বিধায়ক আরও বলেন, আমি আজ সকালেই মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি এবং আমরা আশা করছি

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রসার

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের পণ্য রপ্তানি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে আফ্রিকায় রপ্তানি সবচেয়ে বেশি ৪৪ শতাংশ বেড়েছে। এরপরেই রয়েছে এশিয়া, যেখানে রপ্তানিতে বেড়েছে ২১ শতাংশ। আমেরিকায় রপ্তানি বেড়েছে ১৩ শতাংশ। ইউরোপ এবং সিআইএস ও বাল্টিক অঞ্চলে রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ৭ শতাংশ।ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বৈদ্যুতিন পণ্য এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও পণ্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং রপ্তানির বিস্তারের পরিচয় দেয়।বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিশ্বের প্রধান অঞ্চলগুলিতে ভারতের পণ্য রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এসেছে। রপ্তানি বৃদ্ধির নিরিখে এগিয়ে রয়েছে আফ্রিকা ও এশিয়া।এশিয়ায় ভারতের রপ্তানি ২১ শতাংশ বেড়ে ৮৫.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১০৩.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। আফ্রিকায় রপ্তানি ৪৪ শতাংশ বেড়ে ২১.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩১.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় রপ্তানি ১৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৬৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইউরোপে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সিআইএস ও বাল্টিক অঞ্চলে ৭ শতাংশ বেড়ে রপ্তানির পরিমাণ হযেছে ৩.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।বিভিন্ন দেশের বাজারে চাহিদা এবং নানা ধরনের পণ্যের রপ্তানি এই বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বৈদ্যোতিন পণ্য, পেট্রো।লিয়ামজাত পণ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতের রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানির চিত্রএশিয়া ঃচিন ও সিঙ্গাপুরের হাত ধরে রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ালএশিয়ায় ভারতের রপ্তানি ২১ শতাংশ বেড়ে ৮৫.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১০৩.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।প্রধান রপ্তানি গন্তব্যগুলি হল ভুড- চিন ও সিঙ্গাপুর ঃএই দুটি দেশ ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার। চিনে রপ্তানির পরিমাণ ১১.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সিঙ্গাপুরে ১১.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চিনে রপ্তানি বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। সিঙ্গাপুরে এই বৃদ্ধি দ্বিগুণেরও বেশি, ১০৩ শতাংশ।ভু-মালেশিয়া ও হংকংঃ এই দুটি বাজারেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। মালেশিয়ায় রপ্তানি ৫.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং হংকংয়ে ৫.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। মালয়েশিয়ায় রপ্তানি বেড়েছে ৮৩ শতাংশ এবং হংকংয়ে ৩৭ শতাংশ। অন্যান্য বাজারঃবাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে ৫.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। নেপালে ৪.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাপান ও অস্ট্রেলিযায় প্রায় ৪.১০ বিলিযন মার্কিন ডলার করে, শ্রীলঙ্কায় ৩.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভিয়েতনামে ৩.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ওমানে ৩.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।পণ্যের ভিত্তিতে রপ্তানির চিত্র ঃইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ২৭.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে ২২ শতাংশ। এরপর রযেছে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য। এর রপ্তানি ২৮ শতাংশ বেড়ে ১৭.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসঃ পৌঁছেছে।বৈদ্যুতিন পণ্যের রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ১০.৫৪ বিলিযন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হযেছে ৯১ শতাংশ। রত্ন ও অলঙ্কারের রপ্তানি হযেছে ৯.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। জৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রপ্তানি বেড়ে হযেছে ৬.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।আমেরিকাঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা ও উচ্চমূল্যের উপাদিত পণ্যের হাত ধরে রপ্তানি ৬৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারআমেরিকায় ভারতের রপ্তানি ১৩ শতাংশ বেড়ে ৫৯.৩০ বিলিযন মার্কিন ডলার থেকে ৬৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।প্রধান রপ্তানি গন্তব্যগুলি হল ঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার। রফতানির পরিমাণ ৫০.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৃদ্ধি হয়েছে ১১ শতাংশ।- ব্রাজিল, মেক্সিকো ও কানাডাঃএই তিনটি দেশে রফতানির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৩৩ বিলিয়ন, ৩.৪৫ বিলিয়ন এবং ২.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রাজিলে রফতানি বেড়েছে ১৪ শতাংশ, মেক্সিকোতে ২৬ শতাংশ এবং কানাডায় ১৮ শতাংশ।ভু-অন্যান্য বাজার কলম্বিয়া ও চিলিতেও ভারতের রফতানি বেড়েছে।পণ্যের ভিত্তিতে রফতানির চিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রফতানি ২১ শতাংশ বেড়ে ১৯.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। বৈদ্যুতিন পণ্যের রফতানি ২৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৫.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।ওষুধ ও ওষুধজাত পণ্যের রফতানি হযেছে ৬.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এছাড়া জৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রফতানি ৪.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, রত্ন ও অলঙ্কারের রফতানি ৩.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের রফতানি ৩.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।ইউরোপঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক পণ্যের হাত ধরে রফতানি ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ালইউরোপে ভারতের রফতানি ৮ শতাংশ বেড়ে ৪৭.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫১.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলি হল যুক্তরাজ্য ও জার্মানিঃইউরোপে ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার যুক্তরাজ্য। সেখানে রফতানির পরিমাণ ৭.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরপরেই রযেছে জার্মানি। সেখানে রফতানি হযেছে ৬.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। জার্মানিতে রফতানি বেড়েছে ১২ শতাংশ।- স্পেন ও ইতালিঃস্পেনে রফতানি ৪৫ শতাংশ বেড়ে ৪.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ইতালিতে ২৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।ভু-ফ্রান্স ও তুরস্কঃফ্রান্সে রফতানি হয়েছে ৩.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। তুরস্কে রফতানি ৭২ শতাংশ বেড়ে ৩.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।পণ্যের ভিত্তিতে রফতানির চিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রফতানির পরিমাণ ১৫.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হচ্ছে ১২ শতাংশ। বৈদ্যুতিন পণ্যের রফতানি ৫২ শতাংশ বেড়ে ৫.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।জৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রফতানি বেড়ে ৪.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ওষুধ ও ওষুধজাত পণ্যের রফতানি ৩.২৯ বিলিযন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রত্ন ও অলঙ্কারের রফতানিও ১৯ শতাংশ বেড়ে ২.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। আফ্রিকাঃ পেট্রোলিয়াম ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের হাত ধরে রফতানি বেড়ে ৩১.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারআফ্রিকায় ভারতের রফতানি ৪৪ শতাংশ বেড়ে ২১.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩১.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলি হল ঃ দক্ষিণ আফ্রিকাঃ আফ্রিকায় ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার। সেখানে রফতানি হয়েছে ৫.৬৯ বিলিযন মার্কিন ডলারের পণ্য। বৃদ্ধি হয়েছে ৫২ শতাংশ। তানজানিয়া ও কেনিয়া তানজানিয়ায় রফতানি হয়েছে ৪.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য এবং কেনিয়ায় ৩.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। তানজানিয়ায় রফতানি বেড়েছে ১২১ শতাংশ। কেনিয়ায় এই বৃদ্ধি দ্বিগুণেরও বেশি, ১০১ শতাংশ।ভু- মিশরঃমিশরে রফতানি ৭৩ শতাংশ বেড়ে ৩.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।- নাইজেরিয়া ও মোজাম্বিকঃএই দুই দেশেও ভারতের রফতানি বেড়েছে। নাইজেরিয়ায় রফতানি হয়েছে ১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য এবং মোজাম্বিকে ১.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য।পণ্যের ভিত্তিতে রফতানির চিত্রঃআফ্রিকায় ভারতের রফতানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের। এর রফতানি ১৩৭ শতাংশ বেড়ে ১১.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে রফতানি দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রফতানি ২৯ শতাংশ বেড়ে ৭.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ওষুধ ও ওষুধজাত পণ্যের রফতানি হয়েছে ২.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। জৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রফতানি বেড়ে হয়েছে ১.৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।এছাড়া, প্লাস্টিক ও লিনোলিয়াম এবং মাংস, দুগ্ধজাত ও পোলট্রি পণ্যের রফতানিতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে।সিআইএস ও বাল্টিক অঞ্চলঃ রফতানি বেড়ে ৩.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসিআইএস ও বাল্টিক অঞ্চলে ভারতের রফতানি ৭ শতাংশ বেড়ে ৩.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩.৩৬ বিলিযন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলি হল- রাশিয়া ঃএই অঞ্চলে ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার। রাশিয়ায় রফতানি ৭ শতাংশ বেড়ে ২.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। জর্জিয়াঃ জর্জিয়ায় রফতানি হয়েছে ০.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। আর্মেনিয়া ও কাজাখস্তানঃএই দুই দেশেও ভারতের রফতানি বেড়েছে।পণ্যের ভিত্তিতে রফতানির চিত্রজৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রফতানি ৩৩ শতাংশ বেড়ে ০.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে। মাংস, দুগ্ধজাত ও পোলট্রি পণ্যের রফতানি ৩৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ০.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদ্যুতিন পণ্যের রফতানি ০.২৪ বিলিযন মার্কিন ডলারে এসে পৌঁছেছে।অভ্র, কযলা এবং অন্যান্য আকরিক ও খনিজের রফতানি হয়েছে ০.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। সামুদ্রিক পণ্যের রফতানি বেড়ে ০.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।বিভিন্ন বাজার ও পণ্যে রফতানির বিস্তার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রফতানির এই পরিসংখ্যান ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়। এশিয়া এখনও ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই অঞ্চলে রফতানির পরিমাণ ১০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। আমেরিকায় ৬৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ইউরোপে ৫১.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। অন্যদিকে, আফ্রিকায় রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৩১ বিলিযন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বড় বাজারগুলিতে ভারতের রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, মালেশিয়া, স্পেন, ইতালি, তানজানিয়া এবং কেনিয়াতেও রফতানির উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে।বিভিন্ন পণ্যের নিরিখে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বেদ্যুতিন পণ্য এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের রফতানি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রযেছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পণ্য রফতানির ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে।

গোরক্ষপুরে এসআইআর-এর বিশেষ শিবির, উপচে পড়ল ভিড়

গোরক্ষপুর, ২২ নভেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবি। সংশোধন এবং ভোটার তালিকা পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে আয়োজিত বিশেষ শিবিরগুলিতে ভোটারদের ব্যাপক উসাহ ও সমাগম দেখা গেল। রবিবার সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ইন্টার কলেজ এবং মঙ্গলা দেবী মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিবিরগুলিতে বাদ পড়া নাম পুনরায় যুক্ত করা, নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করা এবং ভোটার তালিকায় থাকা ভুলত্রুটি



সংশোধনের জন্য বহু সাধারণ মানুষ ভিড় জমান।শিবিরগুলিতে মূলত নতুন নাম তোলার জন্য ফর্ম-৬ এবং নাম বা অন্যান্য তথ্য সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। বুথ লেভেল অফিসাররা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ভোটারদের নথিপত্র যাচাই করার প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন। শিবিরের কাজকর্ম প্রসঙ্গে বুথ লেভেল অফিসার সমীর কুমার শুক্লা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা বর্তমানে নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ করছি। ভোটার তালিকায় যাঁদের নামে বা তথ্যে ভুল রয়েছে, তাঁদের দিয়ে সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮ পূরণ করানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি, যাঁরা মারা গিয়েছেন, অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন অথবা যাঁদের নাম দু'বার নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। প্রচুর মানুষ শিবিরে আসছেন। এই কর্মসূচি এখানেই শেষ হচ্ছে না এই শনি ও রবিবার যেমন এটি চলছে, তেমনই আগামী শনি ও রবিবারও এই বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভোটার তালিকায় দাবি ও আপত্তি জানানোর এই প্রক্রিয়া চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং আগামী ৪ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক অরুণাচল প্রদেশ, বার্তা অমিত শাহের

ইটানগর, ২২ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ' বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে উন্নয়ন কেবল কাগজের পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে- রবিবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে আয়োজিত ' সমারোহ'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।প্রকৃত উন্নয়নের সংজ্ঞা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা যখন এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারব, কেবল তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত'-এর দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করতে পারব। উন্নয়ন কেবল কাগজের অঙ্ক এবং পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হওয়া উচিত নয়। দেশের নাগরিকদের মুখে তা দৃশ্যমান হওয়া উচিত। সেখানে আনন্দ, সুস্থ শরীর, শিক্ষিত ও জ্ঞানী মন এবং আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসারের ইচ্ছা থাকা উচিত। তবেই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে পারে।সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশকে স্বনির্ভর করে তোলার আহ্বান জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, আজ এই জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আমি একটি আবেদন জানাতে চাই। অরুণাচল প্রদেশ কি দুধ, ডিম, মাংস এবং মাছে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে না? এক লিটার দুধ বা কোনো দুগ্ধজাত পণ্যও যেন অরুণাচল প্রদেশের বাইরে থেকে আনতে না হয়। ডিম, মাছ এবং মাংসও যেন রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি করতে না হয়। আমরা যদি এইটুকুও অর্জন করতে পারি, তবে আমি হিসাব করে দেখেছি যে আমরা অন্তত ৩২,০০০ মানুষকে, অর্থা ৩২,০০০ পরিবারকে স্বনির্ভর করে তুলতে পারব। এই কাজগুলির জন্য খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। আর যদি মূলধনের প্রয়োজন হয়ও, তবে এখানে এনসিডিসি-র এমডি উপস্থিত আছেন, তিনি আপনাদের প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করবেন। নাবার্ড-ও সহায়তা প্রদান করবে, তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে সমবায়, মস্য সমবায় সমিতি এবং দুগ্ধ উপাদনকারী সমবায়গুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে আত্মনির্ভরতাকে প্রাথমিক লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়ন এবং ' ভিলেজেস' কর্মসূচির সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অধিকার রয়েছে গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের, বিশেষ করে দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে যাঁরা বাস করেন তাঁদের। আমরা চিন সীমান্ত সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের একটি গ্রাম থেকেই সমগ্র 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস' উদ্যোগটি শুরু করেছিলাম। গতকালই আমরা এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে ৪০টি গ্রামেই মানুষ ফিরে আসতে শুরু করেছেন এবং সেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল পরিযান বা গ্রাম ছো।ে চলে যাওয়াই বন্ধ হয়নি, বরং মানুষ এই গ্রামগুলিতে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। বিদ্যুৎ, স্কু'ল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের চূড়াতেও জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে।

কচ্ছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

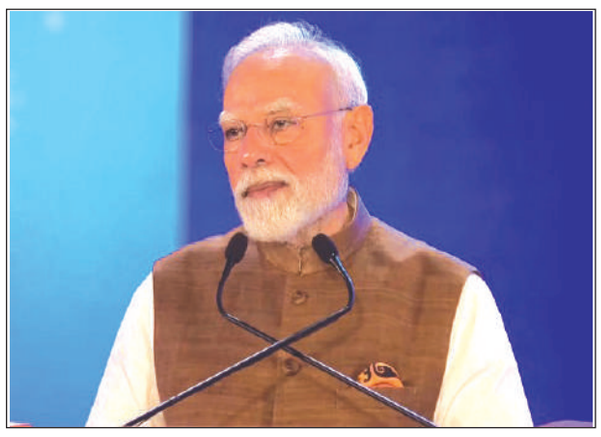

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ গুজরাতের কচ্ছ জেলায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয় এবং আহতদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেছেন তিনি।রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, গুজরাটের কচ্ছে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি মর্মাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীযকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি, আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।উল্লেখ্য, গুজরাতের কচ্ছ জেলায় ট্রেলারের সঙ্গে যাত্রিবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের সাত জন সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে তিনজন শিশুও রয়েছে। শনিবার রাতে ভুজ-খাভদা জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজস্থানের ফতেহপুরে শীতের আমেজ, পারদ নামল ৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে



জয়পুর, ২২ নভেম্বর ঃসমগ্র রাজস্থানেই ক্রমশ বা।ছে শীতের দাপট। রবিবার রাজস্থানের সিকার জেলার ফতেহপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে দাঁ।য়েছে ৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি মরসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলে জানিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে রাতের তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গিয়েছে। শনিবার রাজস্থানের বা।মেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিসংখ্যান ঃফতেহপুর (সিকার)ঃ৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসসিকারঃ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসভিলওয়াড়াঃ১০.৫ ডি

পিছন থেকে লরির ধাক্কা, রাস্তায় ছিটকে চাকায় পিষ্ট সাইকেল আরোহী!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, দাসনগর, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পিছন থেকে লরির ধাক্কা, রাস্তায় ছিটকে চাকায় পিষ্ট সাইকেল আরোহী! দাসনগরের জাপানিগেটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। হাওড়া-আমতা রোডের বালিটিকুরির জাপানিগেটের কাছে রবিবার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। সিসিটিভিতে ধরা পড়ে দুর্ঘটনার সেই মুহূর্ত! দ্রুতগতির লরির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে লরির চাকায় পিষ্ট হন ৪০ বছর বয়সি রাজকুমার দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ওই ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি লরি এসে সাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় সাইকেল আরোহী রাস্তায় পড়ে গেলে লরির চাকা তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। গোটা ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। খবর পেয়ে দাসনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাতক লরির খোঁজে শুরু হয়েছে পুলিশি তল্লাশি। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে লরির চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

সংসদ অভিযান ঘিরে আন্দোলনের সুর চড়াচ্ছে সি আই টি ইউ, বাঁকড়ায় বাইক মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, বাঁকড়া, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শ্রম কোডের বিরোধিতায় সংসদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজপথে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু বাম শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ-র। আগামী ১, ২ ও ৩ ডিসেম্বর সংসদ অভিযানের কর্মসূচি রয়েছে অল ইন্ডিয়া সি আই টি ইউ-র। সেই কর্মসূচির প্রচারে রবিবার সকালে হাওড়ার বাঁকড়া জাপানিগেট থেকে বাইক মিছিল বের করল সংগঠন। মিছিলটি বাঁকড়া থেকে সলপ, কাটলিয়া, মাকড়দহ, অঙ্কুরহাটি ও প্রশস্ত হয়ে মহীয়াড়ি পঞ্চাননতলায় পৌঁছে শেষ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোডের বিরোধিতা করে প্রায় পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে সি আই টি ইউ। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার দাবিতে সেই আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই এবার সংসদ অভিযানের ডাক। আগামী ১, ২ ও ৩ ডিসেম্বর সংসদ অভিযানকে সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার ও সংগঠিত করার কর্মসূচি চলছে। এদিন হাওড়ার বাইক মিছিলও সেই আন্দোলনেরই অংশ বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

‘জেন-জি’র বিক্ষোভের আবহে ‘সংবিধান’ পাঠ! রাজ্যের স্কুলগুলিতে কর্মসূচির নির্দেশ, মাঠে নামছেন সাংসদরাও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ঃ আগামী ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে বিশেষ কর্মসূচি পালনের নির্দেশিকা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনস্থ এই সংস্থার তরফে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যেমন সরকারি নির্দেশিকায় স্কুলে সংবিধান দিবস পালনের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় কর্মসূচি আয়োজনের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে তরুণ প্রজন্ম বা ‘জেন-জি’র বিক্ষোভের আবহে এই কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং সংবিধানের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস পালিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্কুলগুলিতে যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল, প্রাতঃকালীন সমাবেশে পড়ুয়াদের সম্মিলিতভাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ। নিজ নিজ জেলা বা রাজ্য থেকে গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের বিষয়ে গবেষণা এবং সেই সংক্রান্ত বক্তব্য রাখতে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা। সংবিধান-ভিত্তিক বিষয়বস্তুর ওপর পোস্টার তৈরি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন। সংবিধানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বুকমার্ক, ব্যাজ, কোলাজ তৈরি ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা। স্কুলে কর্মসূচিগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা স্তরের নোডাল অফিসার মনোনীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় কর্মসূচি পালনের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাঙ্গন এবং জনপরিসরে সংবিধানের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ ও তৎপরতা নিয়েই এখন নানা মহলে আলোচনা চলছে।

মায়ের খুনের মামলায় বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিল মেয়ে! তিন বছর পর জামিনে মুক্ত বাবা, তার মধ্যেই রহস্যমৃত্যু



দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কিশোরীর মায়ের খুনের মামলায় বাবার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিল নাবালিকা মেয়ে। সম্প্রতি জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছেন সেই মামলার অভিযুক্ত বাবা। আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হল ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে।মৃত কিশোরীর নাম সায়নী শিকারি। সে অতুলকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনারপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে খুন হয়েছিলেন সায়নীর মা মালা শিকারি। ওই ঘটনায় মালার স্বামী সমীর শিকারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় বাবার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিল সায়নী। আদালতের নির্দেশে দীর্ঘদিন জেল হেফাজতে ছিলেন সমীর। সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মামার বাড়িতে থাকছিল সায়নী। পরিবারের অভিযোগ, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সমীর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। বিষয়টি মামাবাড়ির লোকজন পুলিশকে ও জানিয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, সেই সময় পুলিশের পক্ষ থেকে সায়নীর মোবাইলের সিম কার্ড পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী নম্বরও বদলে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ,নতুন নম্বরও কোনওভাবে জেনে ফেলেছিলেন সমীর। শনিবার বাড়িতে একাই ছিল সায়নী। সন্ধ্যায় পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে তাকে ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে।ইতিমধ্যেই সায়নীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড, মেসেজ এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাবার সঙ্গে মেয়ের কোনও যোগাযোগ হয়েছিল কি না, কিংবা ঘটনার দিন সমীর ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন কি না, সেই সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, সায়নীর মামা বাড়ির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, এই মৃত্যুর পিছনে সমীর শিকারির ভূমিকা থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নি।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখার পরই কিশোরীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। মায়ের খুনের মামলার অন্যতম সাক্ষী কিশোরীর এমন রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

‘হঠাৎ করে কোনও পার্টি বলবে, হবে না বা আমরা করব না, সম্ভব নয়’, স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মুখ খুললেন দিলীপ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ দলের অন্দরে সুবিধাবাদীদের ঢুকে পড়া এবং তা রুখতে সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিয়ে এবার সরাসরি মুখ খুললেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থান নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের রাজনীতিতে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের যে প্রবণতা রয়েছে, কোনও দলের পক্ষেই হঠাৎ করে তা সম্পূর্ণ নির্মূল করার দাবি করা বাস্তবসম্মত নয়। তাঁর কথায়, ‘এটা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতি, তা তোলাবাজি-সিন্ডিকেটের রাজনীতি। হঠাৎ করে কোনও পার্টি বলবে, হবে না বা আমরা করব না, সম্ভব নয়।’ তাঁর মতে, ‘নিচের স্তরে যাঁরা এতদিন সুবিধাবাদী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই দলে ঢোকার চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যেই অনেকে যুক্তও হয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে দলের কাছে বিভিন্ন অভিযোগও জমা পড়েছে।’ তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন, এই পরিস্থিতিতে দল যে কেবল বিবৃতি দিয়েই থেমে থাকছে না, সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দলের বহু কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন পুলিশ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তেমনই দলীয় স্তরেও অভিযুক্তদের সাসপেন্ড করা হয়েছে; যা অতীতে দলের ক্ষেত্রে দেখা যেত না।’ প্রসঙ্গত, পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারের মেটানোর ডাক দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। শুরুর দিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রথম সারির নেতারা তোলোবাজির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তোলাবাজি ও দুর্নীতি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা বিভিন্ন সময়ে কড়া বার্তা ও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, তোলাবাজির অভিযোগ পেলে ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হেল্পলাইনে অভিযোগ জানানোর কথা বলেছেন। চালু হয়েছে হেল্পলাইন নম্বরও। (কাটমানি সংক্রান্ত অভিযোগ ১৫৫৩৩৪, সিন্ডিকেট অপরাধ ১৫৫৩৩৫)। তোলাবাজি বা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে যে রেয়াত করা হবে না এবং প্রমাণ মিললে দল কাউকে যে আড়াল করবে না, সে বিষয়ে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তলে-তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ব্রাত্য? সব বলে দিলেন সুকান্ত



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের মতো অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। এর মধ্যেই এবার ব্রাত্যকে নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি যৌন হেনস্থার অভিযোগের পরই তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। এর যদিও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ তিনি। তবে, জল্পনাও তিনি ওড়ালেন না। গতকালই রাজনীতিতে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। তবে, তৃণমূলে যে তিনি ফিরছেন না তা স্পষ্ট করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘যদি মামলা হয়, পুলিশের মাধ্যমে কোর্টের কাছে যাবে। আমি ওঁকে বলব, উনি নাটকটাই করুন। সেটা ভালো পারেন। আমার কাছে খবর আছে ব্রাত্যবাবু বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। এতদিন যোগাযোগ করেননি। যেদিন অভিযোগ এসেছে, অর্থাৎ যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের হতেই যোগাযোগ করছেন। অর্থাৎ ডাল মে কুচ কালা হ্যায়।দ কালীঘাট শিবিরের মুখপাত্র বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওওকেই জিজ্ঞাসা করুন এর থেকে বেশি আমি আর কী বলতে পারি। যৌন হেনস্থার অভিযোগ নাম জড়ালে বিজেপি বাঁচায় নাকি?দ বস্তুত, ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেন সহ ৪০ জন সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের এফ আই আর দায়ের বাগুইআটি থানায়। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, শ্লীলতাহানি, দুর্নীতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মত একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে প্রাক্তন দুই মন্ত্রী সহ সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি! প্রতিবাদে পথে কংগ্রেস, সোনারপুরে মিছিলে বহু কর্মী-সমর্থক



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। দুধ, রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে ওষুধ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধির জেরে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার পথে নামল কংগ্রেস। রবিবার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা শহর কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে পা মেলান বহু কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক। এদিনের মিছিল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, সরকার পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি ফেরার পরিবর্তে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, দুধের দাম বৃদ্ধি এবং জীবনদায়ী ওষুধের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, বর্তমান ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থা আরও বেড়েছে। একদিকে সংসারের খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে মানুষের আয় সেই অনুপাতে বাড়ছে না। ফলে প্রতিদিনের বাজার করা থেকে শুরু করে পরিবারের চিকিৎসার খরচ সামলানোও কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গ্যাস ও ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। কংগ্রেস কর্মীদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে বাস্তব পদক্ষেপ জরুরি। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সোনারপুরে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও জনসংযোগ আরও জোরদার করার বার্তাও দিল কংগ্রেস।

বোটানিক্যাল গার্ডেনকে ঘিরে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা, তিন মাস অন্তর মেডিকেল ক্যাম্পের ঘোষণা প্রাতঃভ্রমণকারী সংগঠনের



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বোটানিক্যাল গার্ডেনকে ঘিরে প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাসকে আরও স্বাস্থ্যকর ও সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিল বি গার্ডেন রোড ডেইলি ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রবিবার সকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মেন গেটের সামনে আয়োজন করা হয় বিনামূল্যের মেডিকেল ক্যাম্প। ভোর ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরে বহু প্রাতঃভ্রমণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দা অংশ নেন। চিকিৎসকেরা তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ওষুধ প্রদান করেন। রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রেও পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েকটি পরীক্ষা বিনামূল্যে এবং কিছু পরীক্ষা স্বল্পমূল্যে করার ব্যবস্থা ছিল। শ্রী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সংগঠনের উদ্যোগে আগামী দিনে প্রতি তিন মাস অন্তর এই ধরনের মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণকারী ৮০ বছর বয়স পূর্ণ করা প্রবীণদের মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিবেশ, সবুজ সম্পদ, উদ্ভিদ ও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাও এই সংগঠনের কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

পুরনো মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ঃ পুরনো একটি মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগে জয়নগর থানা এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে দায়ের হওয়া একটি মামলার সূত্র ধরেই ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ ওঠে। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে জয়নগর থানা এলাকার একটি জায়গা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর রবিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

বাস ভাড়া নিয়ে বড় খবর দিলেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের খরচ বাড়তে পারে আরও। বাড়তে পারে বাস ভাড়া। ইতিমধ্যেই পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কাছে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির আর্জি জানিয়েছে বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্যাবিনেটে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে। বাস মালিকদের দাবি, ডিজেলের দাম বেড়েছে, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য খরচও বেড়েছে অনেকটা। তুলনায় বাস ভাড়া বাড়েনি। ফলে বাস পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা, তাদের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। সেই কারণেই তারা এবার বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবি করেছেন। এই নিয়ে পরিবহন মন্ত্রীর কাছেও আর্জি জানিয়েছেন। পরিবহন মন্ত্রী বলেছেন, ‘ভালো পরিষেবা পেতে বাস ভাড়া বাড়ানো উচিত। বেসরকারি বাসের অবস্থা খুব খারাপ। টোটো বাজার খেয়ে ফেলেছে। বাস মালিকরা প্রস্তাব দিয়েছে ভাড়া বাড়ানোর। ক্যাবিনেটে এই বিষয়ে আলোচনা হবে।’ এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘দেখ কেমন লাগে তো বলতে পারব না, তবে দেখুন কেমন লাগে!’ কী বলছে বাস মালিক সংগঠন? সংগঠনের জমা দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বাস পরিবহন ব্যবসায় গড়ে প্রায় ৬৯ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। একটি বাস পরিবহন ব্যবসা শুরু করতে ন্যূনতম ৮০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস মালিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার খরচ মেটাতে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ পারিশ্রমিক বা মুনাফা প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়েছে। সাধারণ যাত্রী, পরিবহনকর্মী এবং বাস মালিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দ্রুত উপযুক্ত বাসভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার জন্য পরিবহণমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে সংগঠন। বাস ও মিনিবাস পরিচালনার খরচ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় ভাড়া পুনর্বিবেচনা করে বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতিও। এই দাবিতে রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা পরিবহন দফতরের মন্ত্রী-ইন-চার্জের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছে সংগঠন। সংগঠনের বক্তব্য, গত ৪৯ বছর ধরে বেসরকারি যাত্রী পরিবহন ক্ষেত্র অবহেলার শিকার। বিভিন্ন সময়ে ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও পরিচালন খরচের সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য রাখা হয়নি। সর্বশেষ বাসভাড়া সংশোধন হয়েছিল ২০১৮ সালে। সেই সময় ডিজেলের দাম ছিল লিটারপ্রতি ৬৮ টাকা। বর্তমানে ডিজেলের দাম বেড়ে লিটারপ্রতি ১০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। ডিজেলের পাশাপাশি বাসের যন্ত্রাংশ, অটো মোবাইল সামগ্রী ও লুব্রিক্যান্টের দামও বেড়েছে। এছাড়া নতুন ইউরো-৬ বাসের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ডিজেল এক্সহস্ট ফ্লুইড ব্যবহারের কারণে পরিচালন খরচ বাড়ছে। দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ করাও মালিকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে অনেক বাসের ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণও সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, রোড পারমিট, বিভিন্ন সরকারি ফি, পুলিশি জরিমানা এবং জাতীয় সড়কের টোলের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। পরিবহন থেকে আয় না বাড়লেও বিমা, রোড ট্যাক্স, অন্যান্য খরচ এবং ব্যাঙ্কের ঋণের কিস্তি মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন বাস মালিকরা। সংগঠনের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিবহন শিল্প কার্যত ধসের মুখে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী দিনে বাস পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে রাজ্য সরকারকে পরিবহন শিল্পের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছে সংগঠন। গোটা রাজ্যের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে বেসরকারি রুটের বাস ছিল ১১,৫০০ মতো। ২০২৬-২৭ সালে বেসরকারি রুটের বাস রয়েছে ৭০০০ মতো। বৃহত্তর কলকাতার পরিসংখ্যান ২০২০-২১ সালে বেসরকারি রুটের বাস ছিল ৬৭০০ মতো। ২০২৬-২৭ সালে বেসরকারি রুটের বাস রয়েছে ৩৫০০ মতো। সাধারণ মানুষ কী বলছে? সাধারণ মানুষ, যারা নিয়মিত বাসে যাতায়াত করেন, বাসেই নির্ভরশীল, তাদের বক্তব্য, বাস ভাড়া বাড়লে, তারা অসুবিধায় পড়বে। পরিষেবা তো একে ভালো না, তার উপর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আয় বাড়েনি। সেক্ষেত্রে যদি বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ যারা বাসের উপর নির্ভরশীল, তারা অসুবিধার মধ্যে পড়বে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম, Google-এ ফেলোশিপের সুযোগ গবেষক-ছাত্র অভিরূপের



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ স্বপ্নের কোনও সীমানা থাকে না। প্রমাণ করল অভিরূপ। বিশ্বমঞ্চে আরও একবার বড় সাফল্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাদের ছাত্র গোটা বিশ্বের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়কে নয়া পরিচয় এনে দিল। চলতি বছরে গুগলের পিএইচডি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম-এ সুযোগ পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র অভিরূপ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও এটা প্রথম। এর আগে কোনও ছাত্র গুগলে ফেলোশিপের সুযোগ পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রের সাফল্যে আনন্দিত গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ই। জানা গিয়েছে, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণাই অভিরূপকে গুগলের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বের সবথেকে বড় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় পিএইচডি ফেলোশিপ করার। অভিরূপও এআই মডেলকে আরও সহজে, কম খরচে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা অভিরূপের। এরপরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন। সেখানেই স্নাতকোত্তর পাশ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৮ সংখ্যা, সোমবার , ৬ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

বিশ্বাস জমিদার বাড়ি

বিশ্বাস জমিদার বাড়ি। এই পরিবারের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁয়ের খাজাঞ্চী। তিনি নবাবের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে যে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে আলীবর্দী খাঁ খুশি হয়ে তাকে বিশ্বাস উপাধি প্রদান করেছিলেন ও প্রচুর ধন সম্পদ উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। পরে তারা চলে যান দিগনগরে। সেখানে এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ রামমোহন বিশ্বাস তসরের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সেইজন্য তার মনে কোনো শান্তি ছিল না। শেষে গুরুর নির্দেশে সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে চলে আসেন মানকরে নিঃস্ব অবস্থায়। তিনি সেখানে পর্ণ কুটিরে থাকা শুরু করেন। এবং দুর্গাপুজোও শুরু করেন। দেবীর কৃপায় সন্তান লাভ করায় পুত্রের নাম রাখেন দুর্গাদাস। সেই দুর্গাপুজো আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩০০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য মেনে। তখনকার আমলে তৈরী বিশাল আকারের চকমিলান ঝকঝকে, রঙচঙে ঠাকুরদালানে। এক সময়ে সন্ধিপুজোয় কামান দাগা হতো। এখন আর ওসব হয়না। আগে ছাগ বলি হলেও বহু বছর তা বন্ধ হয়ে গেছে। এনাদের আদি পদবি ছিলো কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। কিভাবে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার বিশ্বাস পরিবারে রূপান্তরিত হলো, সে গল্প শুরুতে একটু বলেছি। এখন বিস্তারিত বলছি। সালটা ১৭৪১/৪২ সুদূর দক্ষিণ থেকে একদল দস্যু চলে এলো বাংলায়। শস্য শ্যামলা, সুজলাং সুফলাং বাংলাকে লুঠ করে, বাংলার মানুষদের হত্যা করে তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করতে চায়। বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ সেই সময় বর্গীদস্যুদের কিভাবে মোকাবিলা করবেন সেই চিন্তায় তিনি অস্থির। মারাঠা বর্গী দস্যুর দল তার সাধের বাংলাকে তছনছ করে দিতে চায়। তার প্রজাদের ওপর বর্গীদের অত্যাচার ক্রমশ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। যেভাবেই হোক তাদের পরাস্ত করতে হবে। তার মন সে কারণে বড়োই অশান্ত, বিক্ষিপ্ত। এমন মানসিক অবস্থায় তার খাজাঞ্চী এসে তাকে কিছু কাগজপত্র দেখালো। কাগজ দেখে বুঝলেন বর্গীদের অত্যাচারে সারা বাংলা যখন সন্ত্রস্ত ও তঠস্থ এবং তাদের দমন করতে তিনি যখন ব্যতিব্যস্ত সেই সুযোগে রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে তার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে গোপন ষড়যন্ত্র। তাতে সামিল তার কিছু বিশ্বস্ত ও অনুগত পার্ষদ। তিনি খাজাঞ্চীকে জানালেন আমি কিছুদিনের জন্য রাজধানীর বাইরে যাচ্ছি। তুমি এইসব নথিপত্র সযত্নে রেখে দাও। আমি ফিরে এসে ব্যবস্থা নেব। নবাব তার সৈন্যদল নিয়ে বর্গী দমনে বের হওয়ার পরপরই ষড়যন্ত্রকারীর দল ঝাঁপিয়ে পড়লো নবাবের অনুগত মানুষদের ওপর। তার মধ্যে নবাবের খাজাঞ্চীও ছিলো। কিন্তু তাদের আক্রমণে আহত হলেও প্রাণপনে রক্ষা করেছেন সেইসব কাগজপত্র। ষড়যন্ত্রকারীরা সেসবের নাগাল পর্যন্ত পায়নি। নবাব আলীবর্দী খাঁ রাজপ্রাসাদে ফিরে সব শুনে তিনি সেই খাজাঞ্চীকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন সাথে দিলেন বিশ্বাস উপাধি। সেই থেকে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার হয়ে গেলেন বিশ্বাস পরিবার। এই পরিবারের এক কৃতি পুরুষ মহেশ বিশ্বাস কাশ্মীর রাজের দেওয়ান ছিলেন। এনাদের ঠাকুরদালান এখনো খুব ভালোভাবে মেনটেইন করা হয়। রঙচঙে বিশাল ঠাকুরদালান দেখলে বিস্ময় জাগে। তবে পুরোনো বাড়ি আজ আর নেই।

পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র

নীরদ সি চৌধুরী যাঁর কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হতেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মত খুঁতখুঁতে ব্যক্তিত্ব একবার কোনো বিষয়ে সন, তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এই সমস্যা একমাত্র দূর করতে পারেন যোগেশচন্দ্র বাগল। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটল, চোখ বন্ধ করে যোগেশচন্দ্র স্মৃতি থেকে সঠিক তারিখ বলে দিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে। নিজের পোশাক,চাল-চলন সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বলতেন 'আমি খাঁটি পল্লী মায়ের সন্তান,পোশাক-আশাকে কখনই ফিটফাট হইতে পারি নাই,চলনে-বলনেও কেতাদুরস্ত ছিলাম না,কলিকাতায় কয়েক বৎসর কাটাইয়াও অমনটি হইতে পারি নাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাসাগর বিষয় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগল। লিখিত বক্তব্য আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার রীতি, তখন তাঁর চোখের অবস্থা বেশ খারাপ,বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত বক্তা,সামনে বিদগ্ধ শ্রোতা,ছাত্র-ছাত্রী। তিনি বললেন খাতা দেখে পাঠে অসমর্থ,কারণ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন,সবাই বিস্মিত,হতবাক,কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। বাংলা,বাঙালি ও বাঙালির ইতিহাস জানতে যে সব মানুষ আমাদের ঋদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগল অন্যতম। অসাধারণ স্মৃতিধর মানুষটা যখন দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন, সেইসময় যারা তাঁকে পাঠ করে শোনাতেন তাদের অসাবধানবশতঃ কোনও সন,তারিখের ভুল হলে সাথে-সাথে ধরিয়ে দিতেন,কোন তথ্য কোন বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ বলে দিতে পারতেন অনায়াস দক্ষতায়। সস্তা খ্যাতি,প্রতিপত্তির দিকে তিনি কোনওদিন ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করেন নি। বরাবরের জন্য থেকেছেন প্রচার বিমুখ। হয়ত সেই কারণে তিনি বোধহয় সারাজীবন লো-প্রোফাইল হিসেবে মানুষ হয়ে থেকে গিয়েছেন। ১৯০৩,মে ২৭ , যোগেশচন্দ্র পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন,পৈত্রিক আবাস বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল। ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেধাবী যোগেশচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। খুলনার বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন,আর্থিক অনটনে এম.এ.পড়া স্থগিত করে গৃহ শিক্ষকতা করতে নামলেন অর্থোপর্জনের তাগিদে। কয়েকটি ছাত্র পড়িয়ে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করেন,সেই টাকায় ভরণপোষণ চালাতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

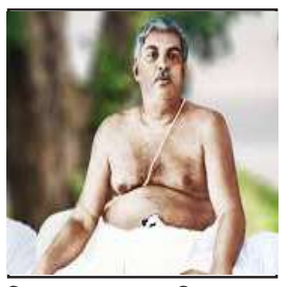

বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছেন। সেই শক্তিকে তৎকাজে ব্যবহার করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন।

জগত জোড়া সুনাম 'নবদ্বীপের রাসের মেলা'

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

নবদ্বীপের রাস মেলা নিয়ে সবাই কৌতুহল অপরিসীম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবদ্বীপের রাস দেখতে ভিড় করে থাকে জনগণ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসের কারণ কি এবং এর উৎস কোথা থেকে তা বলতে গেলে অনেকেই বলতে পারবে না। তবে পণ্ডিত মহল কিছু কিছু এর আভাস দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু নবদ্বীপের রাস নিয়ে এবারে সবিস্তারে গবেষণামূলক আলো চনা করলেন নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয়। তিনি নবদ্বীপের সন্তান। নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব নিয়ে যেমন চিন্তাভাবনা করেন আবার তিনি বাংলার পুরাতত্ত্বকে সংরক্ষিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয়েছে রাস সম্পর্কিত বই 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস'। লেখক গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয় বইটির 'মুখপাত' তেই লিখেছেন, ''বছর বছর রাসের এই সব ঠাকুর দেখতে দেখতে আর রাস সম্পর্কে নানান কল্প কথা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। কিন্তু একসময়ে চিন্তা জগতে ধাক্কা দেয়- ১. আচ্ছা, সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুনে আসছি, রাস পাঁচশো বছরের প্রাচীন। এই রাসের বয়স বাড়ছেও না কমছেও না, একই জায়গায়- ঐ পাঁচশো বছরে আটকে আছে! ২. নবদ্বীপের সব প্রতিমাই কি পাঁচশো বছরের পুরানো? একই বছরের কি রাসের সব প্রতিমার পুজো শুরু হয়েছিল? দুই এক বছরের আগে পরে কি কোনো প্রতিমার পুজো শুরু হয়নি? ৩. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কি পাঁচশো বছরের আগেকার লোক? ৪. তাহলে চৈতন্যদেও কি আই রাস দেখেছিলেন? চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোতেও কি এই রাসের কথা বলা হয়েছে?" বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব এই গবেষনামূলক বইটি লিখে ফেললেন। তিনি দেখতে পেলেন যে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বছরও কিশোর বয়সের তরুণরা নতন নতুন প্রতিমা তৈরি করছে। উদ্যেক্তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার আকার, আয়তন ও জৌলুস বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। নবদ্বীপের রাসের প্রতিমা পুজো যেদিন থেকেই শুরু হোক না কেন তা কিন্তু পাঁচশো বছরের মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে। নবদ্বীপের প্রতিমাগুলোর পটে বা পাদদেশে কোনও স্থানে কত সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করে ছিল তা কিন্তু লেখা ছিল না। অথচ দেখতে পাওয়া গেল কাউকে পুজোর কত বছরের প্রাচীন তা জিজ্ঞাসা করলেও উদ্যোক্তরা বলে থাকে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পুজো। গবেষক শান্তিরঞ্জন দেবের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিল রাসের পুজোর কি কোনও বয়স বৃদ্ধি হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে শুরু করলেন তিনি। রাস পুজোর বহু উদ্যোক্তারা বলতে পারবে না কেন এই রাস মেলার সূচনা হয়েছিল। কেন নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারলো? রাসের তথ্য সংস্কৃতি স্থান করতে শুরু করে দিলেন গবেষক মহাশয়।



তিনি বলতে গেলে কাউকে এ ব্যাপারে কাউকে কোন আগাম খবর দেননি। রাস নিয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে ছিল তা নিরসন করতে তিনি বহু পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন রাস বৈষ্ণবদের উৎসব। সেখানে রাধাকৃষ্ণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু নবদ্বীপের রাসে রসের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও 'রাস' নামগন্ধ নেই। নবদ্বীপের রাসে রাধাকৃষ্ণ নেই- আছে শাক্ত দেবদেবীর একধিপত্য। নবদ্বীপের রাসে দেবী প্রতিমাগুলি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর সমাবেশ-এটা কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গবেষক মহাশয়। ১৯৭০ সালে গবেষক মহাশ? পণ্ডিতপ্রবর গোপেন্দুভূষণ সংখ্যাতীর্থ মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে রাস উৎসব। কিন্তু নবদ্বীপে কেন রাসে শক্তি পুজোর আরাধনা করা হয়ে থাকে। তার উত্তরে পণ্ডিতপ্রবর সংখ্যাতীর্থ মহাশয় বলেছিলেন যে শ্রীচতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সবার মনের মধ্যে একটি ধারনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে যা কিছু উৎসব হয় তা বৈষ্ণব মতকে গ্রহণ করে।

কিন্তু নবদ্বীপের শাক্ত আরাধনা চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকে প্রচলিত ছিল। নবদ্বীপ শক্তিশাধনা কেন্দ্র হিসাবে খুবই পরিচিত ছিল। উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে শক্তি আরাধনার স্ফুর্তিলাভ করেছে বৈষ্ণবদের রাসতিথি কার্তিকী পূর্ণিমায়। ১৯৭৪ সাল থেকে গবেষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রাস নিয়ে যে নানান কথা উপকথা রয়েছে তার মধ্যে থেকে সত্যকে প্রকাশ করে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন। তিনি নবদ্বীপের রাস উৎসবের রহস্যকে ভেত করে সত্যকে প্রকাশ করবেন। শুরু করলেন তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি দেখতে পেলেন যে নবদ্বীপের রাসের সঙ্গে নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ রয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭১০ সালে। ১৭২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি রাজা হন। ১৭৮২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এই সূচনাকে উপস্থাপিত করে তিনি বইটির বিস্তারিত আলোচনার পথকে ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিলেন। বইটির মধ্যে একবিংশতি অধ্যায় রয়েছে। **প্রথম অধ্যায় ঃ রাস শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও সংজ্ঞা সূচনা**- হরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে রাস সম্পর্কে লিখছেন,'' রাস মানে ১. শব্দ, ধ্বনি। গোপীদের ক্রীড়াবিশেষ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য বিশেষ। রাজশেখবর বসু মনে করেন রাস মানেই হচ্ছে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের মধ্যে ২৯,৩০,৩১,৩২ এবং ৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে 'রাস পঞ্চাধ্যায়' নামে বিশষেভাবে খ্যাত। একে আবার সর্ব্বলীলা মুকুটায়মনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রয়দারে প্রাচীনত্ব' বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে (১১৭৯-১২০৬) 'গীতগোবিন্দম' রচনা করে রাজসভার কবি জয়দেব নবদ্বীপে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাব (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ৩০৭ বছর আগেই নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠী তৈরি হয় গিয়েছিল। মুাররি পুপ্তের কড়চা থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায় যে চৈকন্যদেবের আর্বিভাব হওয়া আগে থেকে নবদ্বীপে বৈষ্ণব চর্চা প্রাধান্য লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রর্তন করেননি। তিনি বৈষ্ণ ধর্মকে গণমুখী করে সমাজের নিপীড়িত শোষিত মানুষকে সসম্মানে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতপাতের উর্ধ্বে থেকে সবাইকে ঈশ্বর সাধনার পথকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতিকে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি নতুন করে বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরিত করলেন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মের পরিবর্তন করতে হবে না হলে কিন্তু সেই ধর্ম অচলে পরিণত হতে থাকবে এই বোধটা শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। তিনি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিয়ে ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা করেন।

'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' স্বাধীনতার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ আত্মবিসর্জন দিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্বাধীনতা সংগ্রামী, অগ্নিযুগের বিপ্লবী শহিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আলিপুর জেলখানায় ফাঁসি হয়ে ছিল ২২ নভেম্বর,১৯০৮ সালে। শহিদ কানাইলালের শেষকৃত্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল, সত্যেনের অন্তিম ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হবে জেল প্রাঙ্গনেই। তাই হয়। মৃত্যুকালে বয়স ছাব্বিশ বছর। ফাঁসির দিনকয়েক আগে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন সত্যেনের মা। সত্যেন রাজি ছিলেন না। - না, মা আসবে না। কিছুতেই না। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করব না।- না কেন? - মা কান্নাকাটি করলে দুর্বল হয়ে পড়ব। বেশ, আসুক, কিন্তু কোনো চোখের জল নয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন গর্ভধারিণী। জেলে পুত্রের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে এক বিন্দুও অশ্রুব্যয় করেননি। ফাঁসির সময় সত্যেন ছিলেন অঞ্চল, তাপউত্তাপহীন। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দেওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন স্মিতহাস্য। ফাঁসির সময় উপস্থিত একজন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার পরে বারীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, How many more do you have like him. এমন আরও কতজন আছে এর মতো? নিরুত্তর ছিলেন বারীন, মৃদু হেসেছিলেন শুধু।

সত্যেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় এক বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয় হয় বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সত্যেন্দ্রনাথ তাকে সে যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগঠন 'যুগান্তর' দলের সদস্য করে নেন। এই দল সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এক তাঁতশালা স্থাপন করেছিলেন। তাঁতশালার আড়ালে তিনি তাঁর শিষ্যদের লাঠিখেলা, অসি চালনা, বোমা ফাটানো, পিস্তল, বন্দুক ছোড়া ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। অচিরেই এই তাঁতশালার দক্ষ সদস্য হয়ে উঠেন ক্ষুদিরাম। তখনই বোনের বাড়ির সঙ্গে তাঁর



সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের মারাঠা কেল্লায় এক শিল্প প্রদর্শনী হয়। সেখানে সেই যুগের বিখ্যাত রাজদ্রোহমূলক পত্রিকা 'সোনার বাংলা' পত্রিকা বিলি করার দায়ে পুলিশ ক্ষুদিরামকে ধরতে গেলে তিনি পুলিশকে আঘাত করে পালিয়ে যান।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ জনমানসে উৎপন্ন করেছিল তীব্র ক্ষোভ। যা অনুঘটক হয়ে দেখা দিয়েছিল তীব্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষে, বিপ্লবী দের একাধিক গুপ্ত সমিতির স্থাপনে এবং যুগান্তর এবং বন্দে মাতরম-এর মতো দেশাত্মবোধক প্রকাশনার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিতে। অত্যাচারী শাসকদের কয়েকজনকে চিহ্নিত করে সশস্ত্র আক্রমণ এবং হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন বিপ্লবীরা। ১৯০৭-এর শেষার্ধ থেকে ১৯০৮-এর এপ্রিলের মধ্যে একাধিক চেষ্টা হয়েছিল শাসকনিধনের। বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন Sir Andrew Fraser Fraser। ১৯০৭-এর ৬ই ডিসেম্বরে তাঁর ট্রেনযাত্রার সময় রেললাইনে বিস্ফোরণের চেষ্টা ব্যর্থ হল। চন্দননগরের তৎকালীন মেয়র L. Tardivel স্বদেশি আন্দোলনকে যেনতেন প্রকারেণ দমনের বিষয়ে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

উপর্যুপরি তৃতীয় ব্যর্থতা এল কলকাতার তৎকালীন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডকে বই-বোমা পাঠিয়ে হত্যার প্রচেষ্টায়। মোড়কসুদ্ধ বই-বোমা পাড়ি দিল কিংসফোর্ডের পরবর্তী কর্মস্থল মুজফ্ফরপুরে, বদলির আদেশ এসেছিল তড়িঘড়ি, সময় হয়নি প্যাকেট খোলার। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের খবরের ভিত্তিতে মুজফ্ফরপুর থেকে কলকাতায় এনে নিষ্ক্রিয় করা হল সে বোমা। কিংসফোর্ডের ভবলীলা সাঙ্গের চেষ্টা অবশ্য অব্যাহত ছিল। দুই তরুণ, ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী, রওনা দিলেন মুজফ্ফরপুর। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমা নিয়ে। পরের কাহিনী বহুশ্রুত, বহুপঠিত। ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিলের রাতে ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্য করে দুই বিপ্লবীর বোমা ছোঁড়া, যাতে কিংসফোর্ড নন, ছিলেন দুই ইউরোপীয় রমণী। ঘটনাস্থলেই উভয়ের মৃত্যু এবং একটু পিছনের গাড়িতে থাকা কিংসফোর্ডের ফের রক্ষা পাওয়া বরাতজোরে।

দুই শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল ব্রিটিশ প্রশাসনে। প্রবল প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি শুরু করল শাসক, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে। ঘটনার পরদিনই লালবাজারে জরুরি বৈঠক ডাকলেন নগরপাল হ্যালিডে। উপস্থিত গোয়েন্দা বিভাগের এবং স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দীর্ঘ আলোচনার পর রূপরেখা প্রস্তুত হল নৈশতল্লাশির। তৈরি হল একাধিক দল, প্রতিটির নেতৃত্বে উর্দ্ধতন অফিসার এবং বিশ্বস্ত 'ইনফর্মার'। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতভর একযোগে পুলিশ হানা দিল কলকাতার বিপ্লবীদের সম্ভাব্য ডেরাগুলিতে।

মানিকতলার ৩২, মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়িটি যে আদতে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের সূতিকাগার, এমন তথ্য ছিলই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কাছে। এবং তথ্যে গরমিল ছিল না বিশেষ। অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই স্বাধীনতালাভে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই চূড়ান্ত অভীষ্টে পৌঁছনোর লক্ষ্যে তরুণ বিপ্লবীদের নানাবিধ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মকাণ্ড বারীন শুরু করেন মুরারিপুকুরের বাড়িটিতে। যোগশিক্ষা, গীতা-উপনিষদ পাঠের পাশাপাশি চলত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে নিয়মিত ক্লাস। লাঠিখেলা-কুস্তি-জুজুৎসু তো ছিলই, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং বিস্ফোরক তৈরির প্রক্রিয়া সিংহভাগ জুড়ে থাকত পাঠ ক্রমের।

তল্লাশিতে মুরারিপুকুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে গুলি-বন্দুক-অস্ত্রশস্ত্র-বোমা-বিস্ফোরক তৈরির সামগ্রী। পুলিশের নৈশ অভিযান চলল ২৮ গ্রে স্ট্রিট, ৩৮/৪ নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, ১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪ হ্যারিসন রোড এবং ২৩ স্কট লেনেও। বাজেয়াপ্ত হল পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র-বোমা-কার্তুজ, জাতীয়তাবাদী পুস্তিকা-প্রবন্ধ- নথিপত্র। গ্রেফতার হলেন অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং, বারীন, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, কানাইলাল দত্ত এবং আরও অনেকে। ভরা হল লালবাজারের লকআপে।

পরদিন সকালে হ্যালিডে সাহেব নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আটক বিপ্লবীদের। প্রায় সবারই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ সম্পূর্ণ। লালবাজারের লক-আপ থেকে নগরপালের চেম্বারে এক এক করে পেশ করা হয়েছে অভিযুক্তদের। বাকি শুধু একজন। যাঁকে সশস্ত্র প্রহরায় ঢোকানো হয়েছে নগরপাল -র ঘরে। এই মধ্যতিরিশের লোকটি অন্যদের থেকে আলাদা, এক ঝলক দেখেই মনে হয় হ্যালিডে সাহেবের। আয়ত চক্ষু, প্রশান্ত মুখমণ্ডল,শরীরী ভাষায় উদ্বেগ নিরুদ্দেশ। হ্যালিডে চেষ্টা করলেন অরবিন্দ ঘোষের থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের। - Mr Ghosh– I suppose you know what brings you here. শান্ত উত্তর আসে। Not really. In fact– I was wondering why. You want me to tell you that. What about all those bombs and arms– not to speak of the proscribed literature. নিরুত্তর যুবক মৃদু হাসেন শুধু। নগরপাল ফের চেষ্টা করেন।

éôé Our information suggests that you were the mastermind behind all those attacks.Me. No sir– you are getting it all wrong.

মানিকতলা বোমা মামলা বা আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জারি থাকল মে মাস জুড়ে। শ্রীরামপুরের জমিদার পরিবারের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সক্রিয় সদস্য ছিলেন বারীনের গুপ্ত সমিতির। গ্রেফতার হলেন। সম্পর্কে অরবিন্দ-বারীনের মামা হতেন মেদিনীপুরের বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি বাংলার রেনেসাঁ-যুগের অন্যতম দিকপাল ব্যক্তিত্ব রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। সত্যেনের মেদিনীপুরের বাড়ি থেকে একটি পুরনো বন্দুক ও কুকরি উদ্ধার করল পুলিশ। এবং অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের পাশাপাশি তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হল আলিপুর মামলাতেও। প্রায় জনা চল্লিশেক বিপ্লবীর ঠাঁই হল আলিপুর জেলে, পরে যা প্রেসিডেন্সি জেল নামে পরিচিত হয়।

২৪ পরগনার তৎকালীন জেলা শাসকের কাছে জবানবন্দি নথিবদ

ডুগ্গু-ডাব্বু-গুড়িয়ার ঘরে বিয়ে! জামাই বরণের অপেক্ষায় তিন ক্ষুদে শাশুড়ি, বহরমপুরে ‘পুতুলের বিয়ে’ নিয়ে সাজ সাজ রব

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ নভেম্বর ঃ ডুগ্গু, ডাব্বু আর গুড়িয়া - তিন ক্ষুদে শাশুড়ি এখন অধীর আগ্রহে জামাই বরণের অপেক্ষায়। মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেজায় ব্যস্ত তারা। মেয়ের গয়নাগাটি, শাড়ি, পোশাক, বিয়ের যৌতুক থেকে শুরু করে লোক নিমন্ত্রণ - ছোট্ট হাতেই সামলাতে হচ্ছে সবটাই। কারণ আগামী ২৭ নভেম্বর, অর্থাৎ ১০ অগ্রহায়ণ, তাদের আদরের ‘ফুলটুসি’র বিয়ে। পাত্র পাশের পাড়ার শশীভূষণ। সুকুমার রায়ের ‘সপাত্র’ কিনা জানা নেই, তবে মেয়ের বিয়ে ঘিরে স্বপ্নে বিভোর তিন কন্যে। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ওয়াইএম-এর মাঠ সংলগ্ন একটি আবাসনে আগামী শুক্রবার আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘পুতুলের বিয়ে’। ফাইভ-জি মোবাইলের যুগে হারিয়ে যাওয়া মেয়েবেলাকে আবার খুঁজে পেতে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বহরমপুরের মুখার্জি পরিবার। আজকের দিনে খুদেরা যখন মাঠ বিমুখ হয়ে পড়ে, শুধুমাত্র মোবাইলের মধ্যেই নিজের জগৎ খুঁজে পায়, সেই সময় দাঁড়িয়ে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া খেলার মাধ্যমে নিজেদের মেয়েবেলাকে আবার ফিরে পাওয়ার এক প্রচেষ্টা এই খুদেদের অভিভাবকদের। মেয়ের গায়ের গয়নায় ন’লাখা হার, মানতাসা, নূপুর থেকে শুরু করে বেনারসি শাড়ি, মুকুট, বিয়ের যৌতুক সহকারে হাঁড়ি-বাসন, খাট-বিছানা, আলমারি - কোনও কিছুর আয়োজনে নেই কোনও খামতি। গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে বিয়ের মন্ত্র পাঠ, যজ্ঞ - সবই থাকবে এই অনুষ্ঠানে। তারপরে থাকছে পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হয়ে গেছে ডিজিটাল নিমন্ত্রণ পত্র। খাবারের মেনুতেও রয়েছে এলাহি আয়োজন। এক সময় অগ্রহায়ণ - পৌষ মাসে গ্রাম বাংলায় পুতুলের বিয়ে দেওয়া হতো। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা করত সমস্ত আয়োজন, আর ছেলেরা থাকত বরযাত্রী হিসেবে। এখন আর সেই দিন নেই, তবে বহরমপুরের মুখার্জি পরিবারের এই আয়োজন মনে করিয়ে দিল, শৈশব এখনও বেঁচে আছে। এই পুতুলের বিয়ের মূল উদ্যোক্তা অঙ্কিতা মুখার্জি জানান, আমরা ছোটবেলায় পুতুলের বিয়ে দিতাম। নিজেদের টিফিনের পয়সা থেকে টাকা জমিয়ে সামর্থ্য মতো আয়োজন করা হতো। সারা পাড়া নিমন্ত্রিত থাকত আমাদের সেই ছোট্ট আয়োজনে। তবে ছোট্ট হলেও তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল অসীম। কিন্তু আজকালকার বাচ্চাদের মোবাইল থেকে মুখ তোলার ফুরসত নেই। স্কুল, টিউশন আর মোবাইল - এই তাদের দুনিয়া। পুতুল খেলা যে কী জিনিস, তারা তাই জানে না। নিজেদের মেয়েবেলার সঙ্গে বাচ্চাদেরকে একাত্ম করার জন্যই এই ‘পুতুলের বিয়ে’র আয়োজনের কথা মনে হলো। সত্যিই, পুতুলের বিয়ে শুধু একটা খেলা নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলার সংস্কৃতি, সামাজিক শিক্ষা, আর শৈশবের নির্মল আনন্দ। এই খেলার মধ্যে দিয়েই ছোটরা শেখে অতিথি আপ্যায়ন, দায়িত্ব নেওয়া, মিলেমিশে কাজ করা, আর বাংলার বিয়ের রীতি-নীতি। ডুগ্গু, ডাব্বু আর গুড়িয়া এখন সারাদিন ব্যস্ত। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাদের প্রথম কাজ ফুলটুসিকে সাজানো। কোন শাড়িটা পরলে মেয়েকে বেশি ভালো লাগবে, কোন হারটা মানাবে, নোলকটা ঠিকঠাক বসছে কিনা - সব খুঁটিয়ে দেখছে তারা। জামাই শশীভূষণের পাঞ্জাবি, ধুতি, টোপর ঠিক আছে কিনা, সেদিকেও নজর তাদের। তিনজনের মধ্যে কে হবে বড় শাশুড়ি, কে মেজ, কে ছোট - তা নিয়েও চলছে মিষ্টি ঝগড়া। কেউ বলছে, আমি আগে ফুলটুসিকে কোলে নিয়েছি, আমি বড় শাশুড়ি। আবার কেউ বলছে, আমি ওর জামা বানিয়েছি, আমি বড়। এই ঝগড়া- ঝাটির মধ্যেই যেন ফুটে উঠছে শৈশবের সরলতা। এই পুতুল খেলার সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের একাধিক বিখ্যাত কবি ও লেখকের লেখনীতে পুতুল বিয়ের উল্লেখের মাধ্যমে। কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী তাঁর ‘কাজলা দিদি’ কবিতায় এক জায়গায় লিখেছিলেন - বল মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে? কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে! ১৯৩৩ সালে কাজী নজরুল ইসলামের রচিত ‘পুতুলের বিয়ে’ নাটকটির কাহিনি এগিয়ে গেছে শিশুদের পুতুল বিয়ে দেওয়ার খেলা নিয়ে। কমলি, টুলি, পঞ্চি, গেদি, বেগম, ঠাকুরমা, কমলির দাদামণি ও পুরুত ঠাকুর - এই কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে নাটকের সংলাপ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘বিন্দুর ছেলে’ গল্পে গ্রামীণ শৈশবের পুতুল খেলা ও বিয়ের আবহের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ, পারিবারিক সম্পর্ক এবং শিশুদের সরল মনস্তত্ত্ব নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। আগামী ২৭ নভেম্বর সকাল থেকেই শুরু হবে গায়ে হলুদ। হলুদ শাড়ি পরে, কাঁচা হলুদ বেটে, ফুলটুসিকে স্নান করাবে তিন শাশুড়ি। তারপর দুপুরে বিয়ের মূল পর্ব। পুরোহিত মন্ত্র পড়বেন, হবে সাতপাক, সিঁদুরদান, মালাবদল। শেষে পাত পেড়ে খাওয়া- দাওয়া। মেনুতে থাকছে- ফিস ফ্রাই, ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি, আইসক্রিম, পান। ইতিমধ্যেই ডিজিটাল নিমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে গেছে আত্মীয়- স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে। সেখানে লেখা - ‘ফুলটুসি ও শশীভূষণের শুভ বিবাহ’। নিমন্ত্রণ পত্র দেখে অনেকেই হেসে ফেলছেন, আবার অনেকেই আবেগে ভাসছেন। একদিন ডুগ্গু-ডাব্বু- গুড়িয়া বড় হয়ে যাবে, হয়তো মোবাইল- ল্যাপটপের দুনিয়ায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু ১০ অগ্রহায়ণের এই ‘পুতুলের বিয়ে’ তাদের মনে থেকে যাবে চিরকাল - যেমন থেকে গিয়েছিল অঙ্কিতা, সোমা, মাগেথাদের মনে। আর এভাবেই, এক ‘পুতুলের বিয়ে’ থেকে আর এক ‘পুতুলের বিয়েতে’ বেঁচে থাকবে বাংলার মেয়েবেলা, বেঁচে থাকবে আমাদের শৈশব।



মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামগ্রিক পরিষেবা ও পরিকাঠামোর হাল ফেরাতে কড়া সিদ্ধান্ত রোগী কল্যাণ সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ নভেম্বর ঃ হাসপাতাল চত্বরের রাস্তাঘাটে আর জমে থাকবে না নোংরা-আবর্জনা। উন্নত হবে নিকাশি ব্যবস্থা, রোগীদের খাবারের মান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এবার বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামগ্রিক পরিষেবার হাল ফেরাতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রোগী কল্যাণ সমিতি। শুধু নির্দেশ জারি করেই থেমে থাকা নয়, একাধিক কাজ শেষ করার জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে সাত দিনের সময়সীমা। পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনের পরিষেবা তদারকির জন্য ডেপুটি



সুপার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদের মধ্যে বিল্ডিং অনুযায়ী দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অম্লান ভাদুড়ি। তিনি বলেন, হাসপাতাল চত্বর সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। রোগীদের খাবারের গুণগত মানের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালন না হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজি ও ক্রিটিক্যাল সার্জারি বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়েছে। আগামী দিনে এই সমস্ত পরিষেবার পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগামী সাত দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, বৈঠকে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার এবং রোগীদের খাবারের মান উন্নত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি ব্লাড ব্যাঙ্ক সংস্কারের কাজও চলছে। দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাসপাতালের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিষেবার উন্নয়নে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সমন্বয়ে কাজ করা হবে। সাত দিনের এই সময়সীমার মধ্যে কতটা বাস্তব পরিবর্তন আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে মালদার সাধারণ মানুষ ও রোগীর পরিজনেরা।

মালিকের বাড়িতে তালা ভেঙে তিন লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগ, গ্রেফতার কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ দোকান মালিকের বাড়ির তালা ভেঙে তিন লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দোকানের এক কর্মচারী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি-তে অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম দেবাশিস রায় বলে জানা গেছে। শনিবার রাতে অভিযুক্তকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। চুরির টাকায় কেনা একটি মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা জ্যোৎস্না ঘোষ ২৬ অক্টোবর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে তিনি জানান, ২৩ অক্টোবর তাঁর দোকানের কর্মী দেবাশিস রায় বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নগদ তিন লক্ষ টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। চুরির গোটা ঘটনা বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে বলেও জানান তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পর মাটিগাড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার (২১ নভেম্বর) পুলিশ দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি-তে হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারীদের অনুমান, চুরির টাকা দিয়ে অভিযুক্ত মোটরসাইকেল কিনেছিল। সেটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গেছে।

দার্জিলিংয়ের চা আবারও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হবে, বাগডোগরায় বার্তা পীযূষ গোয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দিয়েছেন এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- রবিবার উত্তরবঙ্গের বাগডোগরায় পৌঁছে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। পাশাপাশি, পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের আমলে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার এবং দার্জিলিং চায়ের বিশ্বজোড়া গৌরব ফিরিয়ে আনার বিষয়েও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। এদিন বাগডোগরায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, আমি বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানাতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেঃ তারা উন্নয়ন চায়। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্যকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই দেশ ও বিশ্বের মানুষ এখন আবারও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য ও চা শিল্পের ভবিষ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে, মানুষের আয় বাড়াতে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমি আজ এখানে চা বাগানের শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র চা চাষিদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের আমলে বছরের পর বছর ধরে যে প্রকল্পগুলি আটকে ছিল বা অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে ছিল, আমরা সেগুলির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অঞ্চল চা শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং আমি নিশ্চিত যে চা- বিশেষ করে দার্জিলিং চা- আবারও তার ছাপ ফেলবে এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করবে। অন্যদিকে, সোনা কেনা কমানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনের প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার যেন শুধুমাত্র সোনা আমদানির কাজে ব্যবহার না করা হয়, বরং আমাদের সঞ্চয় যেন উৎপাদনশীল সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়। ভারতের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন ফলস্বরূপ, সোনা আমদানি কমিয়ে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববাজারে সোনার দামের ওপরেও প্রভাব ফেলেছেন। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া, আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন এবং সংসদের শীতকালীন অধিবেশন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে পীযূষ গোয়েল সংক্ষেপে জানান, এই বিষয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীকেই প্রশ্ন করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি



উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালিকার, যার নাম রুদ্রানী (RUDRANI) এই বালিকা টির বয়স- ০১ মাস, উচ্চতা- ৪৫ সেমি, ওজন-০২ কেজি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। হারিয়ে যাওয়ার সময় হলুদ তোয়ালে মোড়া ছিল। যদি উপরিউক্ত বালিকাটির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অভিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং- (০৩৩-২৫৪৮-৬২৭৮) অথবা The Indian Society for sponsorship and Adoption, ১, প্লেস কোর্ট, কলিকাতা- ৭০০০১৬, ফোন নং - (৯৩৩০৩৩৫০৯৬) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Memo No. 1952(2)/DICO/N24 Pgs
Dt.21.11.2026

শিলিগুড়ি থেকে মায়াপুরে সরাসরি এনবিএসটিসি-র বাস, সোমবার থেকে শুরু নিয়মিত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর ঃ পুণ্যার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবির কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ি থেকে মায়াপুরের জন্য উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের (এনবিএসটিসি) সরাসরি সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রবিবার শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে এই নতুন বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সোমবার থেকে বাস নিয়মিতভাবে চলাচল করবে। পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিদিন সকাল ৬টায় শিলিগুড়ি থেকে বাসটি মায়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। অন্যদিকে, মায়াপুর থেকেও প্রতিদিন সকাল ৬টায় শিলিগুড়িগামী বাস পাওয়া যাবে। এই রুটে বাসের ভাড়া ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে। এছাড়া, বালুরঘাট থেকেও মায়াপুরের জন্য সরকারি বাস পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে। এই নতুন পরিষেবা নিয়ে রাজ্যের পরিবহন দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, এর ফলে সাধারণ যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে। তিনি জানান, এই রুটে বাস চালানোর প্রস্তাব পাওয়ার পরই পরিষেবা শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে অন্যান্য দর্শনীয় স্থান থেকেও এই ধরণের প্রস্তাব পেলে সেখানেও সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ইসকন কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নমকৃষ্ণ দাস বলেন, সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় দুটি তীর্থস্থানের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে আসা অনেক দেশি-বিদেশি পুণ্যার্থী মায়াপুর যেতে চান। এখন সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় তাঁদের যাতায়াত সহজ হবে।

মিললো না বিজেপি নেতার দেহ! ধর্মীয় রীতি মেনে শেষকৃত্য করলো পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ নভেম্বর ঃ রবিবার সকালে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুলিয়ান শহর। বাবার দেহ না পেয়ে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে কুশপুতুল পুড়িয়ে বাবাকে চিরবিদায় দিল নাবালক সন্তান। গত ২৮ আগস্ট একটি ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ধুলিয়ান পুরসভা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা এলাকার বিজেপির নেতা সুজিত মন্ডল। এরপর থেকেই তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ শামাউল হক, জানি শেখ এবং তাজফিরা বিবি নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ গত ৩ সেপ্টেম্বর ফরাক্কার বল্লালপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সুজিত মন্ডলের দেহের একটি অংশ উদ্ধার করে। সুজিতের বাকি দেহাংশ নদীর স্রোতেই ভেসে গেছে বলে পুলিশের অনুমান। ওই দেহাংশ উদ্ধারের পর সেটি সুজিতের কিনা তা নিশ্চিত হতে পুলিশের তরফ থেকে তার ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সুজিতের পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে ডিএনএ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল মিলে যাওয়ার রিপোর্ট একদিন আগে মৃত ওই বিজেপি নেতার পরিবারের হাতে এসে পৌঁছেছে। সুজিতের সম্পূর্ণ দেহ না পাওয়া যাওয়ায় আজ হিন্দু ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁর কুশপুতুল তৈরি করে শ্মশানঘাটে বাবাকে চিরবিদায় দিলেন তাঁর নাবালক সন্তান, সিদ্ধার্থ মন্ডল। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সুজিত মন্ডল খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অন্যতম অভিযুক্ত শামাউলকে সঙ্গে নিয়ে ধুলিয়ানের একটি বাজারে গিয়েছিল সিআইডি তদন্তকারীরা। সেই সময়ে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে শামাউল সিআইডি হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তার এনকাউন্টার হয়। সূত্রের খবর, এনকাউন্টারে নিহত শামাউলের সঙ্গে বিজেপি নেতা সুজিত মন্ডলের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। দু’জনে ব্যবসার পাশাপাশি সুদে টাকা খাটানোর কারবার করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে সুজিত একটি বড় অঙ্কের টাকা শামাউলকে ধার দিয়ে ফেরৎ পাচ্ছিলেন না। সেই টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য বারবার শামাউলকে তিনি চাপ চাপ দিচ্ছিলেন। সূত্রের খবর সেখান থেকেই দু’জনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এরপরই জানি শেখ এবং তাজফিরা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে শামাউল, সুজিতকে খুন করেন। এবং দেহটি লোপাট করার জন্য টুকরো টুকরো করে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেন। অন্যদিকে নিখোঁজ হয়ে যাবার দীর্ঘদিন পরও সুজিতের সম্পূর্ণ দেহের খোঁজ না মেলায় এবং ডিএনএ রিপোর্টে উদ্ধার হওয়া দেহাংশের সঙ্গে পরিবারের এক সদস্যের ডিএনএ রিপোর্ট মিলে যাওয়ার পর সুজিতের পরিবারের তরফ থেকে তাঁকে হিন্দু ধর্মীয় রীতি মেনে বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুজিতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেপ্টেম্বর মাসেই সুজিতের দেহের একটি অংশ ফরাক্কা থেকে উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সুমনা মন্ডলের আশা ছিল স্বামী হয়তো তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবেন। উদ্ধার হওয়া ওই দেহাংশ অন্য কারোর হতে পারে। সেই কারণেই সিঁথি থেকে সিঁদুর মোছেননি সুমনা। কিন্তু ডিএনএ রিপোর্টের ফলাফল হাতে এসে পৌঁছানোর পরেই সব আশা ভেঙে গেছে এই পরিবারের। রবিবার সকালে সুজিতের ছ’বছরের ছেলে সিদ্ধার্থ মন্ডল তার এক দাদা সঞ্জয় মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সুজিতের কুশপুতুলে মুখাগ্নি করেন। সুজিতের কুশপুতুলের মুখাগ্নি করার জন্য আজ পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ওই পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধুলিয়ান শ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লিতেই সুজিতের কুশপুতুলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত বিজেপি নেতা সুজিত মন্ডলের এক ভাই সুশীল মন্ডল বলেন, আমার দাদা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকার সর্বতোভাবেই আমাদের পাশে থেকেছেন। এই খুনের ঘটনায় যুক্ত এক অভিযুক্তের এনকাউন্টার হয়েছে। আমরা চাই আরো যে দুই অভিযুক্ত রয়েছে তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সুজিতের স্ত্রীকে একটি চাকরি এবং পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ধুলিয়ান শ্মশান ঘাটে সুজিতের শেষকৃত্যে উপস্থিত থেকে বিজেপির মালদা (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা সহসভাপতি মিলন মন্ডল বলেন, যেহেতু সুজিতের দেহ পাওয়া যায়নি তাই আজ প্রতীকী ভাবে তাঁকে চিরবিদায় জানানো হলো। সুজিতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আজ আমরা এখানে এসেছি। দলের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখা হবে মৃত সুজিত মন্ডলের পরিবার যাতে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দ্রুত পেয়ে যায়।

রাজনীতিতে সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের প্রহরী নাকি রাজনৈতিক প্রভাবের হাতিয়ার?

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২২ নভেম্বর ঃ রাজনীতি ও সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সরকার বিরোধী দল জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও জনমত গঠনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কাজের পর্যালোচনা প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে ধরা দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের সমস্যাকে সামনে আনা সংবাদমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের পরিবর্তে কোনও রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠলে তার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১)(ক) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের বাক্স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকৃত। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকেও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও সংবিধানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য পৃথক কোনও অনুচ্ছেদ নেই তবু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব স্বীকৃত। তবে এই স্বাধীনতা দায়িত্বহীনতার ছাড়পত্র নয়। সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট কারণে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের ব্যবস্থাও রয়েছে। রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দলের অভিযোগ প্রকাশের আগে তার সত্যতা যাচাই সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় নথি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অভিযোগকে প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে দেখানো কিংবা অসমর্থিত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতো পরিবেশন করা সাংবাদিকতার নীতির পরিপন্থী। প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ২০২৬ সালের ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত সাংবাদিকতার আচরণবিধির নতুন সংস্করণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘাত প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শিশুদের গোপনীয়তা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার নির্দেশিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি জনসভা এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। অন্যদিকে অর্থ বা অন্য কোনও সুবিধার বিনিময়ে সংবাদ কিংবা বিশ্লেষণ প্রকাশের প্রবণতা অর্থাৎ পেড নিউজ নির্বাচনী স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী টেলিভিশন রেডিও ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)-র অনুমোদন প্রয়োজন। রাজ্য ও জেলা

ক্ষমতায় থেকেও ঘর সামলাতে হিমশিম কংগ্রেস! তেলেঙ্গানায় রেবন্ত রেড্ডির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

তেলেঙ্গনা, ২২ নভেম্বর ঃ লোকসভা থেকে বিধানসভা, একের পর এক নির্বাচনে ধাক্কা সামলে দেশের কয়েকটি রাজ্যে এখনও ক্ষমতা ধরে রেখেছে কংগ্রেস। সেই তালিকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য তেলেঙ্গানা। কিন্তু এবার সেই রাজ্যেই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন দলের একাধিক বিধায়ক। উন্নয়নমূলক কাজে বঞ্চনা থেকে শুরু করে দুর্নীতি এবং কাটমানির অভিযোগ-সব মিলিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে কংগ্রেস শিবিরে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বদলে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর পালটা মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।সম্প্রতি দলেরই একাধিক নেতা রেবন্ত রেড্ডির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ নেতারাই প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন। অন্যদিকে, যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরে, তাঁদের বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত থমকে রয়েছে। সরকারি প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিক্ষুব্ধ শিবিরের।শনিবার কংগ্রেসের প্রবীণ বিধায়ক কোমাতিরেড্ডি রাজাগোপাল রেড্ডির মন্তব্যে সেই অসন্তোষ আরও প্রকাশ্যে চলে আসে। তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিধায়কদের একাংশকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ না হলে সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের এলাকায় উন্নয়নের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে রাজ্যে ফের কুরুক্ষেত্র' তৈরি হবে বলেও





হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্যকে রেবন্ত রেড্ডির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দলের অন্দরের অসন্তোষের বড়সড় বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।তবে শুধু রাজাগোপাল রেড্ডিই নন, এর আগেও একাধিক কংগ্রেস নেতা সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। জাদচেরিয়ার বিধায়ক অনিরুদ্ধ রেড্ডি অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যে ছোটখাটো উন্নয়নমূলক কাজ করাতেও প্রশাসনিক স্তরে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কাটমানি দিতে হচ্ছে। এই অভিযোগ ঘিরে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছিল সরকার। পাশাপাশি মন্ত্রী দামোদর রাজনরসিমহা এবং টি লক্ষ্মীকান্ত রাওয়ের মতো নেতারাও বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে খবর।কংগ্রেসের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পিছনে রয়েছে নেতৃত্বের সমীকরণও। রেবন্ত রেড্ডি কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের নেতা নন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তেলুগু দেশম পার্টিতে যোগ দেন। সেখান থেকে কংগ্রেসে আসার পর ধীরে ধীরে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ান। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের মুখ হিসেবে তাঁকেই সামনে আনা হয়। নির্বাচনে জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও পান তিনি।কিন্তু রেবন্তের এই দ্রুত উত্থান দলের পুরনো নেতাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের রাজনীতিতে থাকা অনেক নেতাকেই এখন তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে ক্ষমতার বণ্টন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রশ্নে সংঘাত ক্রমশ বাড়ছে।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও কাটমানির অভিযোগ। ২০২৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিরোধীদের পাশাপাশি দলের অন্দর থেকেও সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফলে আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় কংগ্রেস নেতৃত্ব।অবশ্য বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। বরং তাঁর পালটা বক্তব্য আরও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সরকারবিরোধী মন্তব্য করা বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, যাঁরা এমন কথা বলছেন, তাঁদের পাগলা কুকুরে কামড়েছে'। তাঁর দাবি, সরকার সঠিক পথেই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। বিরোধিতার নামে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলেই তাঁর অবস্থান।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আপাতত এই সংঘাত দলীয় কোন্দল হিসেবেই দেখা গেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের নেতাদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা রেবন্ত রেড্ডির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে বিরোধী দলগুলির মোকাবিলা, অন্যদিকে নিজের দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের সামলানো-দুই দিকেই নজর রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।সব মিলিয়ে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের অন্দরের অশান্তি এখন আর চাপা নেই। প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন দলের বিধায়করা। আর তাঁদের সামলাতে রেবন্তের কড়া ভাষার ব্যবহার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। প্রশ্ন একটাই, নির্বাচনের আগে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবেন কি রেবন্ত রেড্ডি, নাকি কংগ্রেসের ক্ষমতার লড়াই আরও বড় রাজনৈতিক সংকটের চেহারা নেবে?প্রকাশের আগে পরামর্শ কাটমানি সংক্রান্ত অভিযোগ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পাগলা কুকুরে কামড়েছে' মন্তব্যের হুবহু বক্তব্য ও প্রেক্ষাপট মূল সংবাদসূত্রের সঙ্গে যাচাই করে নেবেন। অভিযোগগুলিকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়, অভিযোগ হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক স্বাস্থ্য ভাবনা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ঃ জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে ২০ নভেম্বর কলকাতার আনন্দপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশন টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হল ফেইথকন ২০২৬'। এবারের সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল ওয়ান হেলথ - স্লোগান থেকে বাস্তবায়নের পথে'।এই সম্মেলনে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, গবেষক, পরিবেশবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ স্বপন সরেন, জনস্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দীপঙ্কর মাঝি এবং যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশিস রায়। সম্মেলনের বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামে জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যগত প্রভাব, জলবায়ু-সহনশীল ভূমি ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অ্যান্টি বায়োটিকের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং পশুপালনের স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইন্দ্রনীল সামন্ত । পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও তাদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এন.জি.ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ড. ও শান্তনু বেরা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন তাঁদের এনজিও কীভাবে নামখানার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করার সাথে সাথে ত্রিপুরায় সংস্থার কাজ করছেন। এছাড়াও আশা এন.জি.ও র কাজের কথা তুলে ধরেন দেবায়ন কালসার। বিকেলের বিশেষ আলোচনায় স্থানীয় স্তরে সমন্বিত স্বাস্থ্য নজরদারি, কমিউনিটি টাস্কফোর্স গঠন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশন ফর অ্যাকশন অ্যান্ড টুয়ার্ডস হেল্‌থ প্রমোশন এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা .মধুমিতা দোবে জানান, জনসম্পৃক্ততা, স্থানীয় জ্ঞানের ব্যবহার এবং সচেতনতার মাধ্যমেই ওয়ান হেলথ বাস্তবায়ন সম্ভব। সম্মেলনের শেষে এর পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বা ' কল ফর অ্যাকশন ' উপস্থাপন করা হয়। আয়োজকদের আশা, এই সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থানীয় স্তরে মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নেবে।

ভগবানের সেবা

স্বপ্না মাহাতো ঃ এক ভগবান সকলের দাতা, স্বয়ং ভগবান আমাদের অনুগ্রহ করে দান করেন, অন্য কেউ আমাদের দেবে না, ভগবান যখন খুশি হন তখনই আমাদের দেয়, ভগবান মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন, ভগবান তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি দেন তখন মানুষ ধনী হয়ে উঠে, ভগবান আমাদের গৃহে বাস করছেন, ভগবান আমাদের কাছাকাছি আছেন, ভগবান সর্বত্র আছেন, ভগবান চিরন্তন, পবিত্র, এবং সুন্দর, তাঁর আদেশ মানুষকে পুনর্গঠন করায়,আমাদের আলো মিসে যায় ভগবানের জ্যোতিতে,, অন্তরের আলোর মাধ্যমে ভগবান প্রকাশ হয়, ভগবান সবকিছুই দেখেন, এবং শোনেন, তাঁকে কেউ অস্বীকার করবে কী করে ? ভগবান হৃদয়ে বাস করেন, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই দাতা, সর্বত্র বিরাজমান, এবং অন্য কেউ নেই, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই দেন, সবকিছুই ভগবানের অনুগ্রহের দৃষ্টিতে আমরা পাই, আমাদের দেহ ও আত্মা সবকিছুই ভগবানের।

কল্যাণকে তীব্র কটাক্ষ অধীরের

১-র পাতার পর- ভাঙনের পর অধীর চৌধুরীও একসময় শর্তসাপেক্ষে বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কংগ্রেসে ফিরে আসেন, তবে রাজ্যে তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু তৃণমূলের অস্তিত্ব বজায় রেখে আসন সমঝোতার বিষয়টি যে অধীর আজও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না, এদিনের মন্তব্যে তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল। কল্যাণের দাবি মেনে আগামী দিনে দিল্লির অলিন্দে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট চূড়ান্ত রূপ নেয় কি না, এবং তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে মুর্শিদাবাদের মাটিতে অধীর চৌধুরী জোটের পথে প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়ান কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

ঋতব্রতর শিবিরেও ভাঙনের আশঙ্কা? ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আথাওয়ালের

১-র পাতার পর- এবার সেই দল থেকেই জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের দিকে টানার সম্ভাবনা দেখছে আথাওয়ালের দল।তবে আরপিআইয়ের নজর শুধু তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের দিকে নয়। বাংলার নির্বাচনী রাজনীতিতেও নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চাইছে দলটি। বিশেষ করে কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এই বিষয়ে বিজেপির সঙ্গে আসন সমঝোতার পথে হাঁটতে আগ্রহী আরপিআই। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে ২০১টি আসনেই এককভাবে প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনাও খোলা রাখছে দল। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাংলায় সংগঠন মজবুত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক কিংবা সাংসদদের কেউ আরপিআইয়ে যোগ দিলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে। বিশেষ করে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আগে এমন যোগদান দলটির সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আথাওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা জনপ্রতিনিধিদের কেউ সত্যিই দলবদল করবেন কি না। নাকি কলকাতায় দলের রাজনৈতিক জমি তৈরির কৌশল হিসেবেই এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? আপাতত সেই উত্তর অধরাই। তবে তাঁর মন্তব্যে ঋতব্রতর গণতান্ত্রিক তৃণমূলের অন্দরে নতুন করে ভাঙনের জল্পনা যে শুরু হয়েছে, তা বলাই যায়।

প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনে পূর্ব রেলের বিশেষ ঐতিহ্য প্রদর্শনী টাইম টেবিল - এ জার্নি থ্রু হেরিটেজ' - এর আয়োজন

কলকাতা, ২২ নভেম্বরঃ বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের উদ্যোগে প্রিন্সেপ ঘাট রেলওয়ে স্টেশনে টাইম টেবিল - এ জার্নি থ্রু হেরিটেজ' শীর্ষক এক বিশেষ ঐতিহ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যা ২২ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে। রবিবার বিকেলে (২২ নভেম্বর, ২০২৬) প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে বলেন যে, ভারতীয় রেল কেবল পরিবহনের একটি মাধ্যম নয় এটি ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতীয় রেলের এই যাত্রাপথ দূরদর্শিতা, উদ্ভাবন, অধ্যবসায় এবং রূপান্তরের এক অনন্য



কাহিনী। প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক, উচ্চগতিসম্পন্ন ও প্রযুক্তিনির্ভর ট্রেন-প্রতিটি মাইলফলক প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটায়। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে আরও বলেন যে, বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে শিয়ালদহ ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত এই সুন্দর প্রদর্শনীটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কারণ এটি বিকাশ ভী, বিরাসত ভী' (উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণ) নীতি অনুসরণ করে আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানোর মূল নির্দেশিকা মেনে চলেছে। পূর্ব রেল তার ঐতিহ্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্টেশন ও রেলভবনের স্থাপত্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পও বাস্তবায়ন করছে। এই প্রদর্শনীটি দর্শকদের ভারতীয় রেলের সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ঐতিহ্যের এক রোমাঞ্চকর সফরে নিয়ে যাবে, যেখানে দশকের পর দশক ধরে রেল ব্যবস্থার বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরতে বিরল ঐতিহাসিক তথ্য, আকর্ষণীয় কাহিনী এবং দুর্লভ আর্কাইভাল আলোকচিত্র একত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শিয়ালদহ এবং তসংলগ্ন অঞ্চলে রেলপথ বিকাশের ইতিহাসও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, যা তকালীন কলকাতার সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ স্থাপনে প্রাথমিক রেল কোম্পানিগুলোর অগ্রণী ভূমিকার প্রতিফলন ঘটায়। এই অনন্য উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকরা ভারতীয় রেলের ঐতিহাসিক মাইলফলক, অসামান্য সাফল্য এবং চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন, যা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় রেলের অসাধারণ উত্তরাধিকারের সাথে সাধারণ মানুষকে পুনরায় সংযুক্ত করা এবং এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তুলে ধরাই এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ জাগ্রত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। উক্ত অনুষ্ঠানে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন) শ্রী মনোজ খান, প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী বিক্রম গুপ্তা, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (কনস্ট্রাকশন)আরএসপি শ্রী প্রবীণ খুরানা, প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী ধনেশ্বর মোহান্তা, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার শ্রী অমিয় নন্দন সিনহা, প্রিন্সিপাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার মহম্মদ জাভেদ মাজহার।

রাজস্থানের খাটু শ্যাম দর্শন সেরে ফেরা হল না বাড়ি!

কোটা,২২ নভেম্বর ঃ মন্দির দর্শন করে বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মাঝরাতে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই গাড়ি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের ৯ জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। শনিবার গভীর রাতে রাজস্থানের কোটা-উদয়পুর হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গাড়ি চালাতে চালাতে চালকের চোখ লেগে যাওয়ার কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই বিপর্যয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের বাসিঃদা ওই পরিবারটি রাজস্থানের বিখ্যাত খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল। দর্শন সেরে ১৬ জন যাত্রীকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের উদ্দেশে ফিরছিল গাড়িটি। শনিবার রাত প্রায় ২টো নাগাদ শম্ভুপুরা এলাকার কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে গাড়িটি।ধাক্কার অভিঘাত এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িটি কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন এবং পুলিশকে খবর দেন। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৯ জনের। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। উদ্ধারকাজের পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোটা পুলিশের সুপার তেজস্বী গৌতম জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃতদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর কারণে চালকের চোখে ঘুম চলে এসেছিল। সেই কারণেই গাড়ির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। যদিও দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।



হরিপাল স্টেশন বাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মাননীয়া বিধায়িকা মধুমিতা ঘোষ ও উপস্থিত ছিলেন শ্রীম স্বামী প্রজ্ঞান স্বরূপ মহারাজজী। ছবি-বিনয় সিংহ রায়

আমার কথা শুনেছেন দেশবাসী, তাই কমেছে সোনার দাম', বড় দাবি মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ঃ সোনা কেনার ক্ষেত্রে দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। খুব প্রয়োজন না হলে সোনা না কেনার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার দেশে সোনার দাম কমতেই সেই আবেদনের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তাঁর পরামর্শ মেনে সাধারণ মানুষ সোনা কেনা কমিয়েছেন। আর তার জেরেই বাজারে কমেছে হলুদ ধাতুর চাহিদা ও দাম। এমনকী, তাঁর পরামর্শ মেনে সোনা না কেনায় বহু মানুষের টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলেও দাবি করেছেন মোদি।শনিবার লখনউয়ের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় ছ'মাস আগে দেশবাসীর উদ্দেশে সোনা কেনা নিয়ে বিশেষ আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জেরে সোনার বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তার কারণে মূল্যবান এই ধাতুর দাম পৌঁছে গিয়েছিল রেকর্ড উচ্চতায়। সেই পরিস্থিতিতে মোদি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেছিলেন, অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে আপাতত সোনা কেনা থেকে বিরত থাকতে।লখনউয়ের সভায় সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ তাঁর কথা শুনেছেন এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি।মোদি বলেন, ১৯৬৫ সালে দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দেওয়ার সময় তকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশবাসীকে সপ্তাহে এক দিন এক বেলা খাবার না খাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। দেশের স্বার্থে সাধারণ মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। একইভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনিও দেশবাসীকে প্রয়োজন না থাকলে এক বছর সোনা না কেনার অনুরোধ করেছিলেন।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করেছিলাম, প্রয়োজন না হলে এক বছর দয়া করে সোনা কিনবেন না। আমি খুশি যে

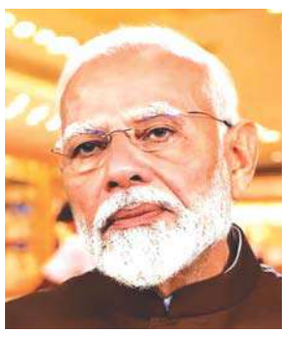

দেশবাসী আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের কথা শুনেছেন। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি যেমন দেশবাসীকে এক বেলা খাবার খাওয়া বাদ দিতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন এই দেশ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। আজও একইভাবে মানুষ আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আসলে এই দেশের চরিত্র একই আছে।মোদি আরও দাবি করেন, অনেকেই এখন তাঁকে জানাচ্ছেন যে তাঁর পরামর্শ মেনে সোনা না কেনায় তাঁদের অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। অর্থা, ব্যক্তিগত কেনাকাটার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির স্বার্থেও সাধারণ মানুষ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী।এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি দেশের বাজারেও সোনার দামে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গিয়েছে। গত এক বছরের মধ্যে সোনার দর এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রবিবার সকালের হিসেব অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৮৪০ টাকা। অন্যদিকে, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১২,৩৯০ টাকা। শুধু সোনা নয়, রুপোর দামও নিম্নমুখী। বর্তমানে এক কেজি রুপোর দাম ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৫৬ টাকা।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সোনার দাম ৫৩ হাজার টাকারও বেশি কমেছে। শতাংশের হিসেবে এই পতন প্রায় ২৯ শতাংশ। ফলে যাঁরা গয়না কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের কাছে স্বস্তির খবর হয়ে উঠেছে এই দরপতন।তবে সোনার দাম কমার পিছনে একাধিক আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। বিশ্ববাজারে চাহিদা, ডলারের ওঠানামা, সুদের হার এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন মূল্যবান ধাতুর দামে প্রভাব ফেলে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের বাজারে চাহিদা কমে যাওয়াও এই দরপতনের অন্যতম কারণ।সব মিলিয়ে সোনার দাম কমার ঘটনায় সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি তৈরি হলেও, এই পতনের পিছনে ঠিক কতটা প্রভাব পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। তাই ২২ ও ২৪ ক্যারেটের উল্লেখিত দর এবং জানুয়ারি থেকে দামের পতনের পরিসংখ্যান প্রকাশের দিনের বাজারদরের সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

ভারতীয় সেনার ড্রোন বাহিনীতে সিঁধ কেটেছে চিন!

১-র পাতার পর- সংগঠনের দাবি, শুধু ডিজেআই ও রেডিওমাস্টার-এই দুই সংস্থার নামেই প্রায় ৪৫০টি টেন্ডার রয়েছে। কেনার তালিকায় রয়েছে ফ্লাইট কন্ট্রোলার, মোটর, ক্যামেরা এবং ভিডিও ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ।এই যন্ত্রাংশগুলির ব্যবহার নিয়েই মূলত নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলেছে ডিএফআই। সংগঠনের আশঙ্কা, ড্রোনের সঙ্গে যুক্ত কিছু ইলেকট্রনিক উপাদানের মাধ্যমে সংবেদনশীল তথ্য বাইরে চলে যেতে পারে। এমনকি সাইবার হামলার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। তবে এই আশঙ্কার অর্থ এই নয় যে, উল্লিখিত যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তথ্য পাচার বা সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।অন্যদিকে, সেনার তরফে জানানো হয়েছে, জিইএম পোর্টাল নিজে থেকে ক্রেতার পছন্দের সংস্থা নির্ধারণ করে না। টেন্ডারে নির্

শীতের রোদে তৈরি হচ্ছে মাসকলাইয়ের বড়ি বালুরঘাটে ঘরোয়া স্বাদের কদর

রতন দে, বালুরঘাট, ২২ নভেম্বর ঃ শীতের আগমনের সঙ্গে বাঙালির রান্নাঘরে ফিরতে শুরু করেছে মরশুমি খাবারের নানা আয়োজন।



তার মধ্যে অন্যতম মাসকলাই ডালের বড়ি। বালুরঘাট শহর ও শহরতলির বহু পরিবারের কাছে শীতের রান্নায় এই বড়ির বিশেষ কদর রয়েছে। মাছের ঝোল থেকে শুরু করে আলু বেগুন ফুলকপি কিংবা অন্যান্য সবজির তরকারি-বিভিন্ন পদে বড়ির ব্যবহার বাঙালির দীর্ঘদিনের খাদ্যাভ্যাসের অংশ। বিশেষ করে রোদে শুকনো বাড়িতে তৈরি বড়ির স্বাদ অনেকের কাছেই আলাদা। মাসকলাই ডালের বড়ি তৈরির জন্য প্রথমে ভালো মানের ডাল বেছে পরিষ্কার করে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। সাধারণত কয়েক ঘণ্টা থেকে সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর জল ঝরিয়ে ডাল শিলনোড়া যাঁতা কিংবা আধুনিক পেষাইযন্ত্রে মিহি করে বেটে নেওয়া হয়। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী লবণ এবং কেউ কেউ জিরে কালোজিরে আদা বা অন্যান্য মশলা মেশান। তৈরি মিশ্রণটি ভালোভাবে ফেটিয়ে নেওয়া হয়। ডালের মিশ্রণের ঘনত্ব ও ফেটানোর পদ্ধতির উপর বড়ির গঠন অনেকটাই নির্ভর করে। এরপর পরিষ্কার চাটাই কাপড় কিংবা উপযুক্ত পাত্রের উপর ছোট ছোট আকারে মিশ্রণ দিয়ে বড়ি তৈরি করা হয়। কড়া রোদে কয়েকদিন শুকিয়ে নেওয়া হয় সেগুলি। তবে আবহাওয়া বড়ির আকার এবং আর্দ্রতার উপর শুকানোর সময় নির্ভর করে। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে আর্দ্রতামুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে তৈরি বড়ি দীর্ঘদিন রান্নায় ব্যবহার করা সম্ভব। বড়ির ব্যবহারও বেশ বৈচিত্র্যময়। অনেক বাড়িতে আলু-বেগুনের তরকারিতে বড়ি দেওয়া হয়। আবার মাছের ঝোল কিংবা বিভিন্ন নিরামিষ পদেও বড়ির ব্যবহার রয়েছে। অনেকে রান্নার আগে বড়ি হালকা ভেজে নেন। তাতে রান্নার স্বাদ ও গন্ধে আলাদা মাত্রা যোগ হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলেও এই খাদ্যসংস্কৃতির প্রচলন রয়েছে। গত বছরের ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদনে পতিরাম ও কুমারগঞ্জের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে শীতের শুরুতে মহিলাদের মাসকলাই ডালের বড়ি তৈরির ব্যস্ততার কথা উঠে এসেছিল। বাড়ির উঠোনে বড়ি শুকিয়ে বাজারে বিক্রির ছবিও ধরা পড়েছিল ওই প্রতিবেদনে। সেখানে এক কেজি বড়ির দাম ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে সেটি ২০২৫ সালের বাজারদর। চলতি মরশুমের দাম হিসেবে ওই পরিসংখ্যানকে ধরা যাবে না। এই বড়ি তৈরির সঙ্গে পারিবারিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের বাড়তি আয়ের সম্ভাবনাও জড়িয়ে রয়েছে। বাড়িতে তৈরি বড়ি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে অনেকে সংসারের আয়ে কিছুটা সহায়তা করেন। তবে চলতি বছরে কতজন মহিলা এই কাজে যুক্ত রয়েছেন বা মোট কত পরিমাণ বড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। পুষ্টির দিক থেকেও মাসকলাই ডালের গুরুত্ব রয়েছে। এই ডাল উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাদ্যআঁশ ও বিভিন্ন খনিজের উৎস। তবে বড়িতে ব্যবহৃত উপকরণ এবং রান্নার পদ্ধতির উপর তার পুষ্টিমান নির্ভর করে। বিশেষ করে অতিরিক্ত তেলে ভাজলে ক্যালরির পরিমাণ বেড়ে যায়। শীতের রোদ বাড়ির উঠোনে সারি দিয়ে শুকোতে দেওয়া বড়ি আর রান্নাঘরে তার পরিচিত গন্ধ-সব মিলিয়ে মাসকলাই ডালের বড়ি শুধু একটি খাবার নয় বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতিরও পরিচিত অনুষঙ্গ। আধুনিক খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও এই ঘরোয়া খাবারের ঐতিহ্য যে এখনও টিকে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলের বড়ি তৈরির ছবিই তার পরিচয় দেয়।

অনলাইন প্রতারণায় টাকা খোয়ানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২২ নভেম্বর ঃ অনলাইন বা ডিজিটাল প্রতারণার মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৭৭ টাকা খোয়ানোর ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাজ রজক। এদিন তাকে গ্রেপ্তার করার পর আদালতে তোলা হয়। জানা যায়, পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকার কুদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালগোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় মাহান্ত গত ৩ নভেম্বর তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ছয় দফায় মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৭৭ টাকা ৮২ পয়সা কেটে নেওয়া হয়েছে। ব্যাংক অফ বরোদার ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটার বিষয়ে অবগত হওয়ার পরেই তিনি তৎক্ষণাত ১৯৩০ হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ নভেম্বর মৃত্যুঞ্জয় মাহান্ত মানবাজার থানাই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই রাজ রজককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আজ তাকে কোর্টে পেশ করা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বোরিং করার সময় অন্ডালের সিঁদুলিতে ধসে তলিয়ে গেল আস্ত যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ নভেম্বর ঃ ফের ধস! ধস আতঙ্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এবার বোরিং করার সময় মাটির নীচে তলিয়ে গেল আস্ত যন্ত্র। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে অন্ডালের সিদুলি এলাকায়। প্রসঙ্গত, গত ১৪ নভেম্বর অন্ডালের সিঁদুলি চাতরাবাগ এলাকায় ছট পুজোর মুখে ফের ভয়াবহ ধস নামে। ধসের কবলে তলিয়ে যায় আস্ত বাড়ি। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে গোটা পরিবার। অভিযোগ কয়লা উত্তোলনের পর বালি ভরাট না হওয়ার জেরে ধস নামছে এলাকায়। শনিবার দুর্গাপুর মহকুমাশাসক দফতরে সিদুলি এলাকায় একের পর এক ধসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন, ইসিএলের সিএমডি, দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ। ধসকবলিত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়, তা নিয়েই মূলতঃ আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। কিন্তু সেই আলোচনার পরদিনই নতুন করে বোরিংয়ের যন্ত্রপাতি মাটির নিচে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় চাষি উজ্জ্বল ঘোষ জানান, সিদুলির প্রধান রাস্তার একেবারে পাশেই বোরিংয়ের কাজ চলছিল। তাঁর চাষযোগ্য ধানজমিও কাজের জায়গার খুব কাছেই রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বারবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। এদিন তাঁর জমির পাশেই বোরিংয়ের কাজ চলাকালীন হঠাৎই যন্ত্রপাতি-সহ মাটির নিচে বসে যায় জায়গাটি। এর ফলে সেখানে বড়সড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ওই গর্ত ক্রমশ ছড়িয়ে ধানজমি কিংবা পাশের প্রধান রাস্তার দিকে এগিয়ে এলে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। যদিও আতঙ্কের কারণ নেই বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ইসিএলের এজেন্ট পঙ্কজ কুমার ভার্মা। তিনি জানান, এটি কোনও ধসের ঘটনা নয়। মাটির নিচে জমে থাকা জল বের করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বোরিং করা হচ্ছে, যাতে ভূগর্ভস্থ জলের চাপ কমিয়ে নতুন করে ধসের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই সিদুলির বালি ব্যাংকার কাছে বোরিংয়ের কাজ চলছিল। কিন্তু ওই অংশের মাটি নরম থাকায় বোরিংয়ের কাজ সফল হয়নি এবং যন্ত্রপাতি বসে যায়। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জায়গাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি ধসের সমস্যা মোকাবিলায় ইসিএলের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে।

নৈহাটি হাসপাতালে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ নভেম্বর ঃ রবিবার সকালে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, এ দিন সকালে লেবার রুমের ঠিক পাশেই অবস্থিত একটি বন্ধ গুদাম থেকে আচমকা ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া ও আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। লেবার রুমের পাশেই আগুন লাগায় বড়সড় বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করে। দমকল কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসে।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে মাদক পাচার আটকালো আরপিএফ ১৬.০৯ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের ৩২ কেজিরও বেশি গাঁজা সহ দুজন গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ ২০ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে একটি বড় পাচারবিরোধী অভিযানে পূর্ব রেলের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) সুলতানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে মাদক পাচারের একটি প্রচেষ্টা বানচাল করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিস গীতিকা পান্ডের জিরো-টলারেন্স নির্দেশনা এবং পূর্ব রেলের আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার (পিসিএসসি) অমিয় নন্দন সিনহা (এ. এন. সিনহা)-এর তত্ত্বাবধানে, একটি যৌথ দল দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ১৬,০৯,৫০০ টাকা মূল্যের ৩২ কেজি ১৯০ গ্রাম সন্দেহভাজন গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। ২০ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে আনুমানিক ০৮.০০ ঘটিকায় জামালপুরের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (সিআইবি) দল সুলতানগঞ্জ স্টেশনের মাধ্যমে গাঁজা পাচারের বিষয়ে গোপন তথ্য পায় এবং জামালপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার (এএসসি), আরপিএফ অজয় কুমারকে সতর্ক করে। মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) মনীশ কুমার গুপ্তের প্রশাসনিক সহায়তায় সিআইবি / জামালপুর এবং কর্তব্যরত জিআরপি কর্মীদের একটি বিশেষ যৌথ দল স্টেশনে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। আনুমানিক ১১.৫৫ ঘটিকায় দলটি লক্ষ্য করে যে দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা একাধিক হ্যান্ডব্যাগ ও পিঠু ব্যাগ (পুরুষের বহন করা ৩-৪টি এবং মহিলার বহন করা ২-৩টি) নিয়ে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে রেললাইন পার হচ্ছেন। থামতে বলা হলে তাঁরা ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফুটব্রিজের নিচে ভিড়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। ভিড়কে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পালিয়ে যান, আর দলটি আটটি হ্যান্ডব্যাগ / পিঠু ব্যাগ সমেত একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে ধরে ফেলে। প্রথমে ঘাবড়ে গিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ওই দুজন শীঘ্রই গাঁজা বহন করার কথা স্বীকার করেন। তাঁরা নিজেদের রঞ্জিত কুমার (৩৫) এবং রেনু দেবী (৪০) বলে পরিচয় দেন। তাঁরা পালিয়ে যাওয়া সহযোগীদের নাম বলেন মনীষা দেবী (রঞ্জিত কুমারের স্ত্রী) এবং জজ কুমার (রেনু দেবীর ছেলে), এবং স্বীকার করেন যে আনন্দ বিহার যাওয়ার জন্য বিক্রমশিলা এক্সপ্রেসে উঠতে তাঁরা কোচবিহার (কুচবিহার) থেকে



সড়কপথে চালানটি সুলতানগঞ্জে এনেছিলেন। এনডিপিএস আইনের নোটিশের পর সুলতানগঞ্জের রাজস্ব কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ক্ষেত্রপর্যায়ের দায়িত্বের কারণে উপস্থিত হতে পারেননি তাই একজন গেজেটেড অফিসারের সামনে তল্লাশি চালানো হয়। রেনু দেবীর চারটি ব্যাগ থেকে পুরনো কাপড়ের মধ্যে লুকানো চারটি পলিথিনে মোড়ানো প্যাকেট পাওয়া যায়, যার ওজন ইলেকট্রনিক স্কেলে ১৭ কেজি ২০০ গ্রাম হয়, অন্যদিকে রঞ্জিত কুমারের চারটি ব্যাগে একই রকম চারটি প্যাকেট পাওয়া যায় যার ওজন ১৪ কেজি ৯৯০ গ্রাম-সব মিলিয়ে ১৬,০৯,৫০০ টাকা মূল্যের ৩২ কেজি ১৯০ গ্রাম সন্দেহভাজন মারিজুয়ানা (গাঁজা)। একটি আনুষ্ঠানিক বাজেয়াপ্ত তালিকা তৈরি করার পর নিষিদ্ধ মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং উভয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে জিআরপি / ভাগলপুরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আরপিএফ-জিআরপি-র দ্রুত সমন্বয়ের প্রশংসা করে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার (সিপিআরও) শিবরাম মাঝি বলেন, সব ধরনের অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারির মাধ্যমে স্টেশন ও ট্রেন নিরাপদ রাখতে পূর্ব রেল সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শরীরে বিষক্রিয়া! আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর ঃ গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র। প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর শরীরে বিষক্রিয়ার প্রমাণ মিলেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে তাঁকে আইটিইউ-তে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হলেও, দলের একাংশের দাবি, তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। তবে কী ভাবে তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া হল, তা নিয়ে ঘনীভূত হয়েছে রহস্য। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জে নিজের বাড়িতেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্র। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করলে তাঁকে বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বসিরহাটে নিয়ে যাওয়ার সময় বিধায়ক অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁকে সিসিইউ-তে ভর্তি করে অক্সিজেন সাপোর্ট ও স্যালাইন



ঝুঁকি না নিয়ে রাতেই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে কলকাতার একটি প্রথম সারির হাসপাতালে চিকিৎসক যুধাজি সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে আইটিইউ-এর ১০ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শরীরে বিষক্রিয়ার প্রভাব অত্যন্ত বেশি থাকায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়েছে। তবে রবিবার সকালে হাসপাতালে উপস্থিত বিজেপি নেত্রী অর্চনা দাস মজুমদার দাবি করেছেন, রেখার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন। এদিকে, তাঁর খোঁজখবর নিতে সকালে হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি চিকিৎসার যাবতীয় খুঁটিনাটি জেনে নেন। অন্যদিকে, বিধায়কের শরীরে কী ভাবে বিষক্রিয়া হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। এটি নিছকই খাদ্যে বিষক্রিয়া, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা বিধায়কের পরিবার। হাসপাতাল থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ করা হয়নি। মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিজেপির জেলা নেতৃত্বও। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাত ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে পরিচিতি পান রেখা পাত্র। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করলেও তিনি জয়ী হতে পারেননি। তবে চলতি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে দলের জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন রেখা। জেলার দলীয় কর্মসূচিতে তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। এই আবহে বিধায়কের হঠাৎ অসুস্থতা ও বিষক্রিয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আপাতত চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন তিনি।

সাইবার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার সিপিএম নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২২ নভেম্বর ঃ সাইবার প্রতারণার অভিযোগে সিপিএম নেতা অলোক মিদ্যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ২৫২ টি সাইবার প্রতারণার টাকা ওঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। টাকার অঙ্ক প্রায় এক কোটি বা তার বেশি। রবিবার তাঁকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, অলোক মিদ্যা বাঁকুড়া জেলার জয়পুরের বাসিন্দা এবং বালির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ, তিনি একটি ভুয়ো সংস্থার নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে 'বিজনেস গোল্ড' অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। এই অ্যাকাউন্টেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাইবার প্রতারণার টাকা জমা করা হতো। গত সপ্তাহে এই ঘটনার পর্দাফাঁস হয়। এক যুবক তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন জয়পুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে অলোক মিদ্যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মেলে। এরপরই শনিবার রাতে অলোক মিদ্যাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো সাইবার প্রতারণা চক্র এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছেন। এদিকে, এই গ্রেফতারি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। জেলা বিজেপির অভিযোগ, সিপিএম ও তৃণমূল আমলেও লুটপাট চালিয়েছেন অলোক। সিপিএমের দাবি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

কথা রাখল সরকার, তৈরি হল বেতন কাঠামো, অকাল হোলিতে মাতলেন কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২২ নভেম্বর ঃ অকাল হোলি খেলা চলছে ইস্পাত নগরী বার্নপুরে । গেরুয়া আবির খেললেন শ্রমিকরা। আসানসোল ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার হাজার হাজার ঠিকা ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য বড়সড় সুখবর। সেল-এর বিভিন্ন ইউনিটে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম মেনে ন্যূনতম মজুরি চালু হল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমে বার্ণপুরের সেল আইএসপি কারখানায় প্রায় ১২ হাজার শ্রমিকের জন্য এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হল। এর ফলে শ্রমিকদের বার্ষিক মোট প্রায় ৫৪ কোটি টাকা বাড়তি আয় হবে। খুব শীঘ্রই দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট এবং অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে ও এই নিয়ম চালু হতে চলেছে। নতুন নিয়মে দৈনিক মজুরি এক ধাক্কায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় কারখানা চত্বরে এখন উসবের মেজাজ। বার্নপুর ইস্পাত কর্মচারীদের মতে, ২০২১ সাল থেকে চলা এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের জয়ের কারণেই শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারে অকাল হোলি খেলছেন। তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, সামান্য বেতনে এতদিন সংসার চালানোই দায় ছিল, এবার তাঁরা নতুন করে বাঁচার আশা খুঁজে পাচ্ছি। আগে পুরানো আইন অনুযায়ী সেল-এর ইউনিটগুলো রাজ্য সরকারের নিয়মে চলত। কিন্তু নতুন আইনে এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে এসেছে। বাজেটের হিসাব ও সরকারি নিয়মকানুনের কারণে এই নতুন বেতন চালু করতে কিছুটা দেরি হচ্ছিল। তবে সেন্ট্রাল ডেপুটি লেবার কমিশনারের দফতরের লাগাতার বৈঠক ও উদ্যোগের ফলে অবশেষে এই জট কাটল। প্রথমে বার্নপুরের সেল আইএসপি কারখানায় প্রায় ১২ হাজার শ্রমিকের জন্য কেন্দ্রীয় ন্যূনতম মজুরি চালু হয়েছে। এতে শ্রমিকদের বছরে মোট প্রায় ৫৪ কোটি টাকা বাড়তি আয় হবে। এরপর দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বা ডিএসপি-তে শ্রম দফতরের আধিকারিকরা খাতাপত্র যাচাই করে দেখেন, সেখানেও কিছু শ্রমিক কম মজুরি পাচ্ছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ডিএসপি-র প্রায় ৩ হাজার শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে তাঁদের বছরে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা লাভ হবে। তবে যাঁরা আগে থেকেই বেশি বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের টাকা কোনোভাবেই কমানো হবে না। খুব শীঘ্রই দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বা এএসপি-তেও এই নতুন নিয়ম চালু হবে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ডবল ইঞ্জিনের সরকার সবসময় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এই বেতন বৃদ্ধি শ্রমিক ও ইউনিয়নের যৌথ লড়াইয়েরই জয়।

সংবাদমাধ্যমের স্টিকার লাগানো গাড়িতে করে মাদক পাচার! গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ নভেম্বর ঃ সংবাদমাধ্যমে স্টিকার লাগানো গাড়ি করে মাদক পাচার করতে গিয়ে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন দুই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম রশিদুল শেখ এবং নূর হোসেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত দুই ব্যক্তির সংবাদমাধ্যমের প্রেস স্টিকার লাগানো একটি গাড়ি করে ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে এই রাজ্যের মালদা জেলায় মাদক পাচার করছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তির হেফাজত থেকে পুলিশ প্রায় ৬১ কেজি ৬০০ গ্রাম উন্নতমানের গাঁজা উদ্ধার করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক পাচারে অভিযুক্ত রাশিদুল শেখের বাড়ি মালদা জেলার গাজল এলাকায়। অন্যদিকে নূর হোসেনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকায়। এসডিপিও (ফরাক্কা) দীপেন্দ্র তামাং বলেন, শনিবার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় কয়েকজন ব্যক্তি একটি বেসরকারি গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা নবগ্রামের দিক থেকে মালদা জেলায় পাচার করার চেষ্টা করছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত ওই খবরের ভিত্তিতে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর জয়কৃষ্ণপুর জল ট্যাঙ্কি মোড়ে নাকা তল্লাশি চালাতে শুরু করে। সেই সময় একটি সন্দেহজনক বেসরকারি এক্সইউভি গাড়িকে মালদার দিকে যেতে দেখে পুলিশে সেটিকে আটক করে। এসডিপিও জানান, পুলিশ সন্দেহজনক যে গাড়িটি আটক করে তল্লাশি শুরু করে তার উইন্ড স্ক্রিনে সংবাদ মাধ্যমে স্টিকার লাগানো ছিল। এরপর আমরা ওই গাড়ির ড্রাইভার এবং সেখানে বসে থাকা এক ব্যক্তিকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে জানতে পারি গাড়ির মধ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা রয়েছে। এরপর গাড়ি থেকে কয়েকটি প্যাকেটের মধ্যে ৬১ কেজির বেশি উন্নতমানের গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এতদিন মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের



কয়েকটি রাজ্য থেকে এই রাজ্যে গাঁজা পাচার হয়ে আসতো। কিন্তু ওই 'রুটে' পুলিশের নজরদারি বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা এখন অন্য রাজ্য থেকে মাদক নিয়ে আসছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কয়েক দফায় ওড়িশা থেকে একাধিকবার বিপুল পরিমাণ গাঁজা মালদায় পাচার করেছে। সেই সময়ও সংবাদমাধ্যমের স্টিকার লাগানো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে । এসডিপিও জানান, ধৃত ২ ব্যক্তির কাছ থেকে সংবাদমাধ্যমের কোনো পরিচয় পত্র উদ্ধার হয়নি। পুলিশের নজরদারি এড়ানোর জন্য তারা ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ির উপর ভুয়ো সংবাদমাধ্যমের স্টিকার লাগিয়ে রেখে দিয়েছিল। ধৃত দুই ব্যক্তির ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রবিবার তাদের আদালতে পেশ করা হচ্ছে।

পুরুলিয়ায় শুরু হলো তিনদিনব্যাপী ছৌ নৃত্যের কর্মশালা, উচ্ছ্বসিত শিল্পী মহল

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২২ নভেম্বর ঃ মানভূমের ঐতিহ্যবাহী



লোকসংস্কৃতি ছৌ নৃত্যের প্রসার এবং শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্র ভবনে শুরু হলো তিনদিনব্যাপী ছৌ

নির্বাচনের আগে ৪ বছরের রিপোর্ট প্রকাশের ঘোষণা কল্যাণ চৌবের

চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রাক্তনদেরও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বরঃ আগামী ২০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন। তার আগে সভাপতি কল্যাণ চৌবের অপসারণ চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যকে চিঠি দিয়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া-সহ ১৫ জন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অধঃপতন ও ঘরোয়া লিগের অব্যবস্থা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সেই সমালোচনার এবার পাল্টা জবাব দিলেন কল্যাণ। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ পোস্ট করে 'যৌথ দায়বদ্ধতা'র আহ্বান দিয়েছেন তিনি। ২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর চার বছরের মেয়াদে ফেডারেশনের দায়িত্বগ্রহণ। নির্বাচনের মুখে কল্যাণ জানিয়েছেন, গত চার বছরের কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। একই সঙ্গে প্রাক্তন কর্তাদের উদ্দেশে তাঁর খোঁচা, 'আমরা সবাই ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি চাই। সভাপতি হিসেবে আমি বিনয়ের সঙ্গে সমালোচনা গ্রহণ করছি। তবে দায়বদ্ধতা পারস্পরিক হওয়া উচিত।



তাই গত চার বছরে এআইএফএফ পরিচালনার রিপোর্ট ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করব। যাঁরা আগে দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরও নিজ নিজ মেয়াদের রিপোর্ট প্রকাশ করা উচিত। ভারতীয় ফুটবলে গঠনমূলক আলোচনা ও যৌথ দায়বদ্ধতা প্রয়োজন।' অন্যদিকে, ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১২ বছরেরও বেশি সময় ফেডারেশনের শীর্ষপদে থাকা প্রাক্তন সভাপতি তথা এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেলও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'ভারতীয় ফুটবল অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। খেলার প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়লেও পরিবর্তনের গতি সেই অনুযায়ী এগোয়নি।' নিজের আমলে অপেশাদার কাঠামো থেকে পেশাদার লিগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্ব দাবি করেও প্যাটেল নিশানা করেছেন বর্তমান প্রশাসনকে। তাঁর বক্তব্য, 'গত চার বছর ফুটবলার, সমর্থক ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য খুব কঠিন ছিল। বহু কর্পোরেট সংস্থা ফুটবল থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ফেডারেশনকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, আমরা সবাই তা সামলানোর চেষ্টা করেছি।' নির্বাচনের আগে কল্যাণ ও প্রফুল্লের এই পরস্পরবিরোধী মন্তব্যে ফের সরগরম দেশের ফুটবল প্রশাসন।

৭২০ তুলে ডিক্লেয়ার ভারতের

কনওয়ে-রবীন্দ্রর পালটা লড়াইয়ে জমজমাট ক্লাইম্যাক্সের অপেক্ষা

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বরঃ ওয়েলিংটন টেস্টে রানের পাহাড় গড়েও চতুর্থ দিনের শেষে স্বস্তিতে নেই ভারত। ঋষভ পন্থের (১২৮) ঐতিহাসিক শতরান এবং ধ্রুব জুরেলের (৭৮) ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে প্রথম ইনিংসে ৭২০/৯ তুলে ডিক্লেয়ার দেয় টিম ইন্ডিয়া। ৩৫২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল নিউজিল্যান্ড। তবে ডেভন কনওয়ে (৫৯*) এবং রাচিন রবীন্দ্রর (২৭*) মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ব্যাটিংয়ে দিনের শেষে কিউয়িদের স্কোর ১১৯/২। এখনও ২৩৩ রানে পিছিয়ে আয়োজকরা। সোমবার পঞ্চম দিনে জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ৮ উইকেট। রবিবার ৪৮৬/৪ স্কোর নিয়ে খেলা শুরু করে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে টিম ইন্ডিয়া। নাইটওয়াচম্যান অংশুল কম্বোজ ৪২ বলে ৩৮ রান করে গ্লেন ফিলিপসের বলে আউট হন। এর আগে টেস্ট ইতিহাসে পঞ্চমবার প্রথম পাঁচ



উইকেটে অন্তত ৫০ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে নিজেদের পূর্বতন সর্বোচ্চ স্কোর (৫২০) পেরিয়ে যায় ভারত। আজ স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় তাণ্ডব চালান ঋষভ পন্থ। একটি ছক্কা তো মাঠের বাইরে রাস্তায় ফেলেন তিনি! রিভার্স সুইপে ৯৯ রানে পৌঁছনোর পর ফিলিপসকে মিড-অফের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে কেরিয়ারের নবম টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন পন্থ। আজহারউদ্দিন, তেন্ডুলকর, দ্রাবিড়, কোহলি ও লোকেশ রাহুলের পর ষষ্ঠ ভারতীয় (এবং নবম এশীয়) ব্যাটার হিসেবে সবকটি 'সেনা' দশে টেস্ট শতরানের নজির গড়লেন। লাঞ্চের ঠিক আগে রবীন্দ্রর বলে ক্যাচ দিয়ে ১৫৩ বলে ১২৮ রানে ফেরেন পন্থ-এটিই রবীন্দ্রর প্রথম টেস্ট উইকেট। কিউয়ি পেসার জেকব ডাফি একাই দুশোর বেশি রান খরচ করেন। লাঞ্চের পর রানের গতি বাড়ান ধ্রুব জুরেল। ৬১ বলে ষষ্ঠ টেস্ট অর্ধশতরান পূর্ণ করে ৭৮ রানে থামেন তিনি। ওয়াশিংটন সুন্দর ২৪ এবং আকাশ দীপ জোড়া ছক্কায় ১৩ রান করেন। ১৬৫.৫ ওভারে ৭২০/৯ স্কোরে জুরেল আউট হতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন অধিনায়ক শুভমান গিল-নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে যা সর্বোচ্চ দলগত স্কোর। জবাবে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই কিউয়ি অধিনায়ক টম ল্যাথামকে (০) উইকেটকিপার পন্থের ক্যাচে ফেরান জসপ্রীত বুমরাহ। দুই ইনিংসেই বুমরাহর শিকার ল্যাথাম। এরপর আম্পায়ার্স কলের সৌজন্যে বেঁচে গিয়ে কনওয়ের সঙ্গে ৬০ রানের জুটি গড়েন হেনরি নিকোলস (৩১)। ২৩তম ওভারে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে শর্ট লেগে বুকে চোট পেয়েও এক হাতে দুরন্ত ক্যাচ নিয়ে নিকোলসকে ফেরান জুরেল। ৬০/২ অবস্থায় কনওয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধেন রবীন্দ্র। ১১২ বলে ১৪তম টেস্ট অর্ধশতক পূর্ণ করেন কনওয়ে। শেষবেলায় দেবদত্ত পাড়ক্কলকে দিয়েও বল করান গিল, তবে ৪৫ ওভার শেষে আর উইকেট হারায়নি নিউজিল্যান্ড।

প্রতিপক্ষের মুখে বল ছুড়েও লাল কার্ড থেকে বাঁচলেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২২ নভেম্বরঃ ফুটবল মাঠে লিওনেল মেসির বাঁ পায়ের জাদু দেখতে অভ্যস্ত দর্শকেরা। বল পায়ে তাঁর প্রতিটি স্পর্শে মুগ্ধতা ছড়ায়। কিন্তু



কখনো কখনো সেই মেসিকেই দেখা যায় অন্য এক রূপে। আবেগের বশে এমন কিছু করে বসেন, যা তাঁর মতো ফুটবলারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। এবার যেমন প্রতিপক্ষের মুখে বল ছুড়ে মেরে লাল কার্ড থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এমএলএস কাপ প্লে-অফের শেষ ষোলোর ম্যাচে কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে ঘটনাটি ঘটেছে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে। ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে গোল করে কলম্বাসকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গঞ্জালো তাপিয়া। পরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মায়ামির রাইটব্যাক গঞ্জালো লুহান। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া মায়ামির দুর্ভোগ তখনই শুরু। বিরতির ঠিক আগে আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছিলেন মেসি। থ্রো-ইন নেওয়ার জন্য সীমানার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন মেসি। তাঁর পাশেই ছিলেন কলম্বাসের চিলিয়ান স্ট্রাইকার তাপিয়া। তিনি মেসিকে দ্রুত থ্রো-ইন নিতে বাধা দিচ্ছিলেন। মেসি প্রথমে বল দিয়ে তাপিয়ার মুখে ধাক্কা দেন। এরপর তাপিয়া লাফিয়ে থ্রো-ইন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলে মেসি সরাসরি তাঁর মাথায় বল ছুড়ে মারেন। বল মাথায় লাগতেই মাটিতে পড়ে যান তাপিয়া। আর মেসি দুই হাত তুলে রেফারির কাছে উল্টো ফাউলের আবেদন করতে থাকেন! তবে মেসির এই আচরণ ভালোভাবে নেননি রেফারি অ্যালেন চ্যাপম্যান। তাপিয়া ও মেসি দুজনকেই হলুদ কার্ড দেখান তিনি। তবে মাঠের খেলায় শেষ হাসিটা হেসেছে কলম্বাসই। ম্যাচটি তারা জিতেছে ৩-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মিডফিল্ডার তাহা হারব্রন। এরপর ৬ মিনিটের ব্যবধানে নিজের দ্বিতীয় গোল করে মায়ামির কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন তাপিয়া। গত মরসুমে এমএলএস কাপ জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। এবার সেই দলই প্লে-অফ থেকে বিদায়ের শঙ্কায়। শেষ আটে যেতে হলে ওহাইওতে পরের ম্যাচটি জিততেই হবে তাদের। ম্যাচটি ড্র হলে সরাসরি টাইব্রেকারে গড়াবে খেলা। যুক্তরাষ্ট্রে মেসির আগের তিন মরসুমের দিকে তাকালে ২০২৫ সালের শিরোপা জয়কে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। ২০২৩ সালে প্লে-অফে উঠতে পারেনি মায়ামি। ২০২৪ সালে প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিল তারা। এবারও কি সেই পুরোনো গল্প ফিরে আসবে?

গোল উৎসব করে ২৭ বছর পর চেলসির মাঠে লিডসের জয়



সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২২ নভেম্বরঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ৪-১ গোলে জিতেছে লিডস। ১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষের পর, দ্বিতীয়ার্ধে পথ হারায় শাভি আলোন্সোর দল। ২৫তম মিনিটে এমানুয়েল এমেঘা চেলসিকে এগিয়ে নেওয়ার তিন মিনিট পর, লিডসকে সমতায় ফেরান ওকাফর। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাঁচ মিনিটে ক্যালভার্ট-লুইনের সফল স্পট কিকের পর, ওকাফরের দ্বিতীয় গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় লিডস। আর যোগ করা সময়ে অ্যারনসনের দারুণ গোলে বড় জয় পায় সফরকারীরা। চেলসির হারের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। পেনাল্টি থেকে গোল করার আগে ক্যালভার্ট-লুইন একবার ক্রসবার কাঁপান। এছাড়া তার দুটি হেড রুখে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। এর আগে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে লিডস সবশেষ জয় পেয়েছিল, ২-০ ব্যবধানে। ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে লিডস। পঞ্চম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া চেলসি ১৬ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে। লিগে টানা দুই ম্যাচ হারল চেলসি। আগের ম্যাচে তারা সান্ডারল্যান্ডের মাঠে হেরেছিল ১-০ গোলে।

সল্ট লেকে আন্তর্জাতিক মহিলা টেনিসের আসর

এইচসিএল 'আইটিএফ ডব্লু ১৫ কলকাতা' উপলক্ষে ১২টি দেশের খেলোয়াড়দের সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর, ২০২৬ঃ নভেম্বরে আন্তর্জাতিক পেশাদার মহিলা টেনিসের রোমাঞ্চে মেতে উঠল সল্ট লেক। ২২ থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত হবে এইচসিএল 'আইটিএফ ডব্লু ১৫ কলকাতা', যেখানে ১২টি দেশের খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৮৬ নম্বরে থাকা ইন্দোনেশিয়ার প্রিস্কা মাদেলিন নুগ্রোহো শীর্ষ বাছাই হিসেবে প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন। লড়াই হবেডব্লুটিএ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট এবং ১৫,০০০ মার্কিন ডলারের পুরস্কার জেতার জন্য।এই চ্যালেঞ্জে ভারতের নেতৃত্বে থাকবেন জিল দেশাই, শ্রুতি আহলাওয়াত এবং শ্রিভল্লী রশ্মিকা ভামিডিপাটি। আইটিএফ মহিলা বিশ্ব টেনিস ট্যুর-এর অংশ এই প্রতিযোগিতা কলকাতার টেনিসপ্রেমীদের জন্য বিশ্বের উদীয়মান মহিলা টেনিস তারকাদের কাছ থেকে খেলা দেখার এক বিরল সুযোগ এনে দিচ্ছে। আউটডোর হার্ড কোর্টে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই টুর্নামেন্টে থাকবে ৩২ জনের সিঙ্গলস্ মূলপর্ব, ৪৮ জনের বাছাইপর্ব এবং ১৬ দলের ডাবলস্ বিভাগ। বাছাইপর্ব শুরু ২২ নভেম্বর, আর সিঙ্গলস মূলপর্বের খেলা শুরু হবে ২৪ নভেম্বর থেকে। এ নিয়ে, বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লিয়েন্ডার পেজ কলকাতার সমৃদ্ধ টেনিস ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জয়দীপ মুখার্জি, নরেশ কুমার এবং জিশান আলির মতো বিশিষ্ট ভারতীয় টেনিস ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে এই শহরের দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা টেনিসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এইসিএল-এর এই উদ্যোগ উদীয়মান প্রতিভাদের বিকাশে সহায়তা করবে, আগ্রহী খেলোয়াড়দের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং কলকাতা থেকে ভবিষ্যতের মহিলা টেনিস তারকাদের গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করবে। ডব্লু১৫ বিভাগটি আইটিএফ ওমেনস্ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ-যা জুনিয়র পর্যায় থেকে পেশাদার টেনিসের উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর জন্য খেলোয়াড়দের একটি সুস্পষ্ট পথ তৈরি করে দেয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরম্যান্স খেলোয়াড়দের ডব্লুটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রভাব ফেলে। ফলে প্রতিভা বিকাশ, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পেশাদার কেরিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরণের টুর্নামেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর বিশাল উপ্পল বলেন, ''ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিজেদের দেশের মাটিতে খেলে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য এ এক দুর্দান্ত সুযোগ। এইচসিএল 'আইটিএফ ডব্লু ১৫' উদ্যোগের আগের দুটি আসরই ভারতীয় খেলোয়াড়রা জিতেছেন এবং আমি আশা করছি কলকাতাতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ভারতে মহিলা টেনিসকে সমর্থন ও উন্নয়নের জন্য এইচসিএল-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।'' এইচসিএল গ্রুপ সম্পর্কে ১৯৭৬ সালে ভারতের অন্যতম প্রথম প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্টার্টআপ হিসেবে যাত্রা শুরু করা এইচসিএল গ্রুপ বর্তমানে প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সেমিকন্ডাক্টর, পরিবেশ, শিল্প ও সংস্কৃতি সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। উদ্যোক্তাসুলভ মানসিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই এইচসিএল-এর মূল দর্শন। সংস্থাটি এমন ক্ষেত্র বেছে নেয়- যা সমাজ ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। বর্তমানে এইচসিএল গোষ্ঠীর অধীনস্থ উদ্যোগগুলির সামগ্রিক মূল্য ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং বিশ্বের ৬০টি দেশে তাদের কর্মী সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার।

এমবাপের পেনাল্টি মিসের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় রিয়াল মাদ্রিদের

ম্যাচের শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদের জালে বল পাঠাল সেল্‌তা ভিগো। বছর খানেক আগের স্মৃতি হয়তো উঁকি দিচ্ছিল তখন। তবে বিরতির পর প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল চাপ বাড়াল জুজে মরিনিয়োর দল, ফলও মিলল। দারুণ জয়ে লিগ টেবিলে পয়েন্টের হিসাবে বার্সেলোনাকে ছুঁয়ে ফেলল তারা।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২২ নভেম্বরঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। পাবলো দুরানের গোলে রিয়াল পিছিয়ে পড়ার পর, পেনাল্টি মিস করেন কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। বদলি নেমে শেষ দিকে ব্যবধান গড়ে দেন কার্লোস এস্পি। গত মরসুমে এই মাঠে রিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল সেল্‌তা। এবারও স্মরণীয় কিছুর আশা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না দলটি। আন্তর্জাতিক বিরতির পর প্রথম খেলতে নেমে প্রথমার্ধে চেনা রূপে দেখা যায়নি রিয়ালকে। দ্বিতীয়ার্ধে স্বরূপে ফেরে তারা। ম্যাচে প্রায় ৬৪ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৪ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে দলটি। সেল্‌তার আট শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৯ ম্যাচ জিতল রিয়াল। লা লিগায় ১৩ ম্যাচে ১১ জয়ে তাদের পয়েন্ট হলো ৩৩, সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। একটি ম্যাচ কম খেলেছে কাতালান দলটি। ষষ্ঠ মিনিটে রিয়ালকে স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় সেল্‌তা। বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে গালান বক্সে বল বাড়িয়ে দেন সোয়েডবার্গের উদ্দেশে আর তার পাসে ছুটে গিয়ে ছয় গজ বক্সে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান দুরান। শুরুতে ছন্দ পেতে সংগ্রাম করা রিয়াল একটি হাফ-চান্স পায় চতুর্দশ মিনিটে, কিন্তু ইয়ান ডিওমান্ডের দারুণ ক্রসে বক্সে ঠিকমতো হেড করতে পারেননি বের্নার্দো সিলভা। ২৩তম মিনিটে



আবার বাঁ দিক দিয়ে রিয়ালের বক্সে ঢুকে ভীতি ছড়ায় সফরকারীরা, ভালো একটি সুযোগও পেয়ে যান সোয়েডবার্গ। কিন্তু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তি নি।৩২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার বড় সুযোগ হারান সোয়েডবার্গ। সতীর্থের পাস বক্সে পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে পোস্টের বাইরে মারেন তিনি। একটু পর কাছ থেকে এই সুইডিশ মিডফিল্ডারের প্রচেষ্টা রুখে দেন গোলরক্ষক তিবো কোর্তোয়া। ৩৬তম মিনিটে প্রথম কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল, তবে ডিন হাউসেনের দুর্বল হেডে গোলরক্ষক বরাবর যায় বল। পরের মিনিটেই এমবাপে বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় রিয়াল, কিন্তু স্পট কিক ক্রসবারের ওপর দিয়ে গ্যালারিতে উড়িয়ে মারেন ফরাসি তারকা। হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে দেখা যায় স্ট্যান্ডে বসা রাফায়েল নাদালকে, এদিনই রিয়াল মাদ্রিদের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন এই টেনিস কিংবদন্তি। রিয়ালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৮টি পেনাল্টি নিয়ে মোট ছয়টি মিস করলেন এমবাপে। ৪৪তম মিনিটে বেলিংহ্যামের হেড দারুণ নৈপুণ্যে ফিরিয়ে দেন সেল্‌তা গোলরক্ষক, যদিও অফসাইডে ছিলেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল চাপ বাড়ায় রিয়াল। ৫৭তম মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন কোচ মরিনিয়ো। বিশেষ করে, আক্রমণে জোর দিতে ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজান্ডার-আর্নল্ডের জায়গায় নামান ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়রকে। তবে গোলের দেখা পাচ্ছিল না রিয়াল। ৬৫তম মিনিটে বরং দ্বিতীয় গোল খেতে বসে তারা। মোরিবার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। পরের মিনিটেই বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে সমতা ফেরায় রিয়াল এবং এই গোলে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফেরা ভিনিসিউস। বক্সে ঢুকে তিনি খুঁজে নেন এমবাপেকে। ফরাসি ফরোয়ার্ডের ছোট পাস পেয়ে ডান পায়ের জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন বেলিংহ্যাম। ৭৯তম মিনিটে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে তুলে এস্পিকে নামান মরিনিয়ো। পাঁচ মিনিট পরই গোল করেন তিনি। বেলিংহ্যাম বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে বল দেন ভিনিসিউসকে, ব্রাজিলিয়ান তারকার ক্রসে কাছ থেকে এস্পির হেড গোলরক্ষক ঠেকালেও, ফিরতি বল পায়ের টোকায় জালে পাঠান তিনি। ২১ বছর বয়সি এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড চলতি মরসুমে লিগে তিনটি গোল করলেন ভিন্ন তিন ম্যাচে এবং সবকটিই বদলি নেমে ও দলের জয়সূচক! এস্পানিওলের বিপক্ষে ৯০তম মিনিটে, এলচের বিপক্ষে ৯১তম মিনিটে এবং এবার ৮৫তম মিনিটে গোল তিনটি করলেন তিনি। ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে সেল্‌তা ভিগো।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com